“দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করো যেন তুমি একজন পথিক বা আগন্তুক”।
আল- হাদিস
সহিহ বুখারি: ৬৪১৬

সত্য ও মানবতার পক্ষে অবিচল

মাসিক
নব জ্যোতি
The Monthly Novo Joti

“তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না।”
আল কোরআনঃ সুরা আল-বাকারা, আয়াত ৪২।

রেজিঃ নং-০৬/২০২৫ ॥ বর্ষ ০১ ॥ সংখ্যা ০২ ॥ নভেম্বর ২০২৫ ॥ ১৬ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা ॥ ৯ জমাদিউল আউঃ-৮ জুমাদিউল আখিরা ১৪৪৭, ॥ পৃষ্ঠা ৮ ॥ মুল্য- ০৫.০০ টাকা

নোয়াখালীর আলোচিত আসন-৫ (কোম্পানীগঞ্জ-কবিরহাট) বিএনপির প্রার্থী আলহাজ্ব মোঃ ফখরুল ইসলাম

কর্মী মহলে আনন্দের জোয়ার

নব জ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক :

আসন্ন এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন - ২০২৬ ফেব্রুয়ারীতে মাসে সামনে রেখে বিএনপি সারা দেশের ২৩৭টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। রবিবার (৩ নভেম্বর) বিকেল ৫টায় রাজধানীতে দলের গুলশান কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে এই তালিকা প্রকাশ করেন। আর এই ঘোষণার পর নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে রাজনীতিতে সৃষ্টি হয়েছে এক আনন্দঘন আলোড়ন, নোয়াখালী ৫ আসন (কোম্পানীগঞ্জ-কবিরহাট) বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন দলের পরিশ্রমী, জনপ্রিয় ও তরুণমনা ব্যবসায়ী-সংগঠক আলহাজ্ব মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম। তিনি সুপরিচিত শিল্প উদ্যোক্তা, এ ছাড়াও তিনি মেট্রোহোমসের মালিক এবং ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান। বহু বছর ধরে তিনি, দলের

▶▶ ৩ এর পৃষ্ঠা দেখুন

এইচএসসি ও সমমানের ফল প্রকাশ: সারা দেশে পাসের হার ৫৮.৮৩ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক :

২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর সারা দেশে গড় পাসের হার ৫৮.৮৩ শতাংশ, যা গত বছরের তুলনায় ১৮.৯৫ শতাংশ কম।ফল প্রকাশের পর দেখা গেছে, এ বছর মোট ৬৯ হাজার ৯৭ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৪৫ হাজার ৯১১ জন, অর্থাৎ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে।বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও

▶▶ ৩ এর পৃষ্ঠা দেখুন

গন ভোট বিতর্কে নতুন মোড় বিএনপির কঠিন অবস্থান

নব জ্যোতি ডেস্ক রিপোর্ট :

সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট অযৌক্তিক দাবি করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম, রাজধানীর গুলশানে গত ৩০শে অক্টোবার বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট আয়োজন অপ্রয়োজনীয়, অযৌক্তিক এবং অবিবেচনাপ্রসূত। তিনি বলেন, ২০২৬ সালের

▶▶ ৩ এর পৃষ্ঠা দেখুন

কোম্পানীগঞ্জে পল্লী বিদ্যুতের সেবার নামে ভোগান্তি

স্টাফ রিপোর্টার :

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার জনগন পল্লী বিদ্যুৎ এর সেবার পরিবর্তে দীর্ঘদিন ধরে ভোগান্তি, হয়রানি, লোডশেডিং এ অতিষ্ঠ। গ্রীস্ম,বর্ষা, শীতে , বর্তমান সময়ে সকাল সন্ধ্যা, রাতে, ও নিশিকালে লোডশেডিং হচ্ছে, বিষয়টি মানুষের মনের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়,জাতীয় পত্রিকায় ও অনলাইন পোর্টালে গণমাধ্যমকর্মীরা বার বার নিউজ করেও সুফলবয়ে আনতে পারে নি। স্থানীয় ভুক্তভোগীরা বলেন, পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের এটা এক ধরনের কৃত্রিম কারসাজি, চলমান লোডশেডিং সমস্যা সমাধানে স্থায়ী কোনো সমাধান না হওয়ায় জনমনে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করছেন,কোম্পানীগঞ্জবাসী। বিগত দিনে কয়েকবার পল্লী বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও কর্মসূচি পালন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট স্মারকলিপি প্রদান, অভিযোগ কেন্দ্রে বার বার ফোন, এজিএম কার্যালয়ে আপত্তি অভিযোগ, কিছুতেই সমস্যা সমাধান হচ্ছেনা, দিন দিন প্রতিষ্ঠান টির খামখেয়ালিপনা বেড়েই চলছে। সংসদীয় আসন কোম্পানীগঞ্জ ভিআইপি খ্যাত হলেও, কোম্পানীগঞ্জবাসী এ সেক্টেরের পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সেবা পাচ্ছেনা বরং পল্লী বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠানটি তামাশা করেই যাচ্ছে, বিষয়টি গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করে ও জনমনে রসহ্যময় করে তোলে, পল্লী বিদ্যুৎ কোম্পানির এ রকম সেবা

▶▶ ৩ এর পৃষ্ঠা দেখুন

নোয়াখালী বিভাগ বাস্তবায়নে জেগে উঠল কোম্পানীগঞ্জবাসী বিভাগের দাবিতে মিছিল

“রুহুল আমিনের নোয়াখালী এখন জেগেছে তার অধিকার খুঁজে নিতে”

কোম্পানীগঞ্জ (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

অক্টোবরের কোমল রোদে ভেসে থাকা এক রবিবার সকাল। বসুরহাট বাজারের সড়কজুড়ে তখন মানুষের ঢল। হাতে ব্যানার, পোস্টার, আর মুখে একটাই উচ্চারণ -“নোয়াখালী বিভাগ চাই” নিঝুম দ্বীপ খ্যাত বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের এই প্রাণের জেলা নোয়াখালীর মানুষ যেন আজ নতুন করে জেগে উঠেছে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের স্বপ্ন এখন আর কেবল স্লোগানে সীমাবদ্ধ নয়-তা হয়ে উঠেছে এক বাস্তব দাবির মিছিল। ১৯ শেঅক্টোবর রোববার সকাল ১১টায় কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা

▶▶ ৩ এর পৃষ্ঠা দেখুন

২৮ শে অক্টোবরের হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে কোম্পানীগঞ্জে জামায়াতের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, কোম্পানীগঞ্জ (নোয়াখালী)

২০০৬ সালের ২৮ শে অক্টোবর রাজধানীর পল্টনে সংঘটিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের স্মরণে ও হত্যাকারীদের দ্রুত বিচারের দাবিতে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ও বসুরহাট পৌর শাখা। গত ২৮ শে অক্টোবার মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলা গেট থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে বসুরহাট বাজারের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাজারের জিরো পয়েন্টে গিয়ে শেষ হয়। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ-কবিরহাট) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মাওলানা বেলায়েত হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বসুরহাট পৌরসভা আমীর মাওলানা মোশাররফ হোসাইন, জামায়াত নেতা হেলাল উদ্দিন, মাওলানা শাহজাহান, জিয়াউল হক জিয়া, আইয়ুব আলী প্রমুখ। বিক্ষোভ শেষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে জামায়াত নেতারা বলেন,“২৮ শে অক্টোবর বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কিত দিন। সেদিন নিরস্ত্র মানুষকে লগি-বইঠা দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এ মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার দ্রুত

▶▶ ৩ এর পৃষ্ঠা দেখুন

ইমাম, শিক্ষক সমাজের আলোর দিশারী নারীর শক্তি পরিবর্তনের দৃঢ় প্রত্যয়ে

কোম্পানীগঞ্জে জননেতা আলহাজ্ব ফখরুল ইসলাম

একই দিনে ইমাম-খতিবদের সঙ্গে মতবিনিময় ও চরহাজারীতে ব্যতিক্রমধর্মী মহিলা সমাবেশ

বিশেষ প্রতিনিধি:

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে এক দিনেই দুটি প্রোগ্রাম আয়োজন করে, ইমাম, খতিব, শিক্ষকদের সঙ্গে নৈতিকতা ও সমাজ পরিবর্তন নিয়ে মতবিনিময় সভা, আর বিকেলে চরহাজারীতে নারী উন্নয়ন ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়ালো মহিলা সমাবেশ। উভয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি নেতা, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও মেট্রো হোমসের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব ফখরুল ইসলাম ।একদিনে দুটি কর্মসূচি, দুটি আলাদা প্রেক্ষাপট, কিন্তু বার্তা একটাই:

▶▶ ৩ এর পৃষ্ঠা দেখুন

নাজিমিয়া দরবার শরিফ নুরানির আলোয় ভাসমান এক আধ্যাত্মিক আশ্রয়স্থল

নব জ্যোতি ডেস্ক

নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার নরোত্তমপুর ইউনিয়নের পদুয়া গ্রামের ৭ নং ওয়ার্ডে এক শান্ত, নির্জন, অথচ নুরানিতে ভরা স্থান, নাজিমিয়া দরবার শরিফ। সময়ের পর্দা সরালে ইতিহাস সাক্ষী দেয়, প্রায় আট শত বছর পূর্বে আরব দেশের এক মহান অলিকে নিয়ে এই ভূমিতে বরকতের সূচনা হয়। তিনি ছিলেন হযরত মিয়া নুর শাহ (রহ.), যিনি মারফতের নূরে আলোকিত হয়ে এই বাংলার মাটিতে আস্তানা গড়ে তোলেন। তাঁর আগমনে পদুয়ার ধূলিকণাও যেন দ্যুতিময় হয়ে ওঠে, জেগে ওঠে আল্লাহভক্তি ও মানবসেবার

▶▶ ৩ এর পৃষ্ঠা দেখুন

বসুরহাটে ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন

নবজ্যোতি ডেস্ক:

জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বসুরহাট ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর কার্যকরী কমিটির নির্বাচন শনিবার (২৫ অক্টোবর) সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বসুরহাট পৌরসভা মিলনায়তনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যার পর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি সোহরাব হোসেন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন। এবারের নির্বাচনে সভাপতি পদে আব্দুল মতিন (লিটন) ও সাধারণ সম্পাদক পদে জাহিদুর রহমান(রাজন) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। মোট ১২টি পদে ভোটগ্রহণ ও ফলাফল ঘোষণা করা হয়। সহ-সভাপতি পদে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। সহ-সভাপতি পদে তিনজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। জামাল উদ্দিন টিপু (উড়োজাহাজ প্রতীক) ৩৮৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।দলিল লিখক জাকের হোসেন

▶▶ ৩ এর পৃষ্ঠা দেখুন

কোম্পানীগঞ্জে বর্ণাঢ্য আয়োজনে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

খালেদা জিয়া-তারেক রহমানের ছবি তরুণদের প্রাণের উৎসব

নবজ্যোতি ডেস্ক রিপোর্ট :

নোয়াখালীর জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাটে বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। দুপুর থেকে বসুরহাট এ.এইচ.সি. হাইস্কুল মাঠ যেন পরিণত হয় এক প্রাণের মিলনমেলায়। হাতে ব্যানার-প্ল্যাকার্ড, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ছবি, আর ঢাক-ঢোলের তালে তালে হাজারো নেতাকর্মী মাঠে প্রবেশ করলে চারপাশে মুখর হয়ে ওঠে যুবদলের স্লোগানে। প্রাণচাঞ্চল্যে মুখর বসুরহাট পৌরসভা, দুপুর দুইটা থেকেই উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ও পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা ব্যান্ড পার্টি ও সাউন্ড সিস্টেমের তালে তালে

▶▶ ৩ এর পৃষ্ঠা দেখুন

সত্য ও মানবতার পক্ষে অবিচল

মাসিক

নব জ্যোতি

The Monthly Novo Joti

নভেম্বর ২০২৫ ॥ ১৬ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা ॥ ৯ জমাদিউল আউঃ-৮ জুমাদিউল আখিরা ১৪৪৭ হিজরি ═══ শেষ পাতা

গোলাম ছারওয়ার

কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারন সম্পাদক,
জিয়া মঞ্চ, ঢাকা মহা নগর দক্ষিন।
বিশিষ্ট সমাজসেবক, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

ইমাম হাসান স্বপন

সাবেক সাধারণ সম্পাদক
চরহাজারী ইউনিয়ন যুবদল
কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন ইমন

বিশিষ্ট সমাজ সেবক
সাবেক মেম্বার, ১ নং সিরাজপুর ইউনিয়ন।
সভাপতি, সিরাজপুর উন্নয়ন ফোরাম।

কাউসার আলম বায়তুল

সাবেক সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা শাখা, নোয়াখালী

রহমত উল্লাহ রাজু

সিনিয়র সহ-সভাপতি,
জাতীয়তাবাদী প্রবাসী কল্যাণ কেন্দ্রীয় কমিটি, সৌদি আরব
সভাপতি,
চরপার্বতী জাতীয়তাবাদী প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ
কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

বেলাল হোসেন

বিশিষ্ট সমাজসেবক
সেক্রেটারী, হাজ্বীপাড়া সমাজ
৭নং ওয়ার্ড, চরপার্বতী, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

একরামুল হক মিলন

সাবেক সাধারন সম্পাদক
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
ইউপি সদস্য, ২ নং চরপার্বতী ইউনিয়ন।

ইমাম হোসেন সোহেল

সাবেক সাধারণ সম্পাদক
চরহাজারী ইউনিয়ন ছাত্রদল
কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

আব্দুর রহিম

বিশিষ্ট সমাজ সেবক,
চরপার্বতী, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।
সৌদি আরব প্রবাসী

Anwar Hossain Faisal

President Of Flyzafy Llc
Secretary Of Charparboti Probashi Forum
Join Secretary Of
Copanigonj Probashi Jubo Porishod,usa

নুরুল ইসলাম তোহা

বিশিষ্ট সমাজসেবক, আমেরিকান প্রবাসী।
উপদেষ্টা, বন্ধু মহল স্পোর্টিং ক্লাব, চরপার্বতী।

আর নয় ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফেনী, মাইজদী এখন কোম্পানীগঞ্জ বসুরহাটে এই প্রথম এবং একমাত্র ডিজিটাল পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় ও অপারেশনের জন্য সর্ববৃহৎ মনোরম পরিবেশে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল কমপ্লেক্স।

NHDC ন্যাশনাল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার

হাসপাতাল রোড, বসুরহাট, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।
মোবাইল : হেল্প-লাইন: ০১৮৩০-৯৪৪৩৭৩, সিরিয়ালের জন্য: ০১৭৯২-৮০০৬১৭

আমাদের ডাক্তার প্যানেল সমূহ ঃ

গাইনী, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
ডাঃ খালেদা আক্তার খানম
এম.বি.বি.এস; বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
সাক্ষাত ঃ রবি, সোম ও মঙ্গলবার দুপুর ১টা - রাত ৮টা পর্যন্ত।

ডাঃ আবদুল্লাহ আল মোর্শেদ
সাক্ষাত ঃ প্রতি শুক্রবার সকাল ৮টা - রাত ৮টা পর্যন্ত।

গ্যাস্ট্রো লিভার বিশেষজ্ঞ ও এন্ডোস্কপিক সার্জন
অধ্যাপক ডাঃ আইয়ুব আল মামুন
এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস (মেডিসিন)
অধ্যাপক, লিভার বিভাগ
বি.এস.এম.এম.ইউ (পি.জি হাসপাতাল) ঢাকা।
সাক্ষাত ঃ প্রতি মাসের ১ম মঙ্গলবার
বিকাল ৪ টা - সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

মেডিসিন, হরমোন, থাইরয়েড ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ
ডাঃ মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান (রাজু)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
সাক্ষাত ঃ প্রতি বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টা - রাত ৮টা পর্যন্ত।

ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান
শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
সাক্ষাত ঃ প্রতি শুক্রবার বিকাল ৩টা - রাত ৮টা পর্যন্ত।

চর্ম, যৌন, এলার্জি রোগ বিশেষজ্ঞ ও ডার্মাটোসার্জন
ডাঃ এ,এফ,এম, মিজানুর রহমান
এমবিবিএস; ডিডিভি (বি.এস.এম.এম.ইউ)
সহকারী অধ্যাপক
বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম
চর্ম, যৌন, এলার্জি রোগ বিশেষজ্ঞ ও ডার্মাটোসার্জন
সাক্ষাত ঃ প্রতি শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত।

ডাঃ জি. এম. রুহুল কুদ্দুস
সাক্ষাত ঃ শুক্রবার ১ম ও ৩য় সপ্তাহ বন্ধ।
২য় ও ৪র্থ সপ্তাহ বিকাল ৩টা - রাত ৮টা পর্যন্ত।

কনসালটেন্ট গাইনিকলোজিস্ট
গাইনী, প্রসূতি ও বন্ধ্যাত্ব (ইনফার্টিলিটি) বিশেষজ্ঞ
ডাঃ নুরুন নাহার রুমা
এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য),
এম.এস (গাইনী এন্ড অবসটেট্রিক্স)
সিএমইউ (আল্ট্রাসনোগ্রাফি)
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
সাক্ষাত ঃ প্রতি শুক্রবার সকাল ৯টা - বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

মেডিসিন, বাত-ব্যথা, রোগ অভিজ্ঞ ও সনোলজিষ্ট
ডাঃ সলিম উল্যাহ
এমবিবিএস; বিসিএস (স্বাস্থ্য)
বিএমডিসি রেজি নং- A-93635
সাক্ষাত ঃ সার্বক্ষনিক।
অফিস সময় ব্যতীত।

নবজাতক ও শিশু কিশোর রোগে অভিজ্ঞ চিকিৎসক
ডাঃ মোঃ জুবায়ের হোসেন
সাক্ষাত ঃ প্রতি শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত
শনিবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।

Sub Assistant Community Medical Officer
M. A Hatem Khan
এম. এ হাতেম খান
সাক্ষাত ঃ (সার্বক্ষনিক) সরকারী অফিস সময় সূচী ব্যতীত।

Sub Assistant Community Medical Officer
Nazia Ahamed Lopa
নাজিয়া আহমেদ লোপা
সাক্ষাত ঃ (সার্বক্ষনিক) সরকারী অফিস সময় সূচী ব্যতীত।

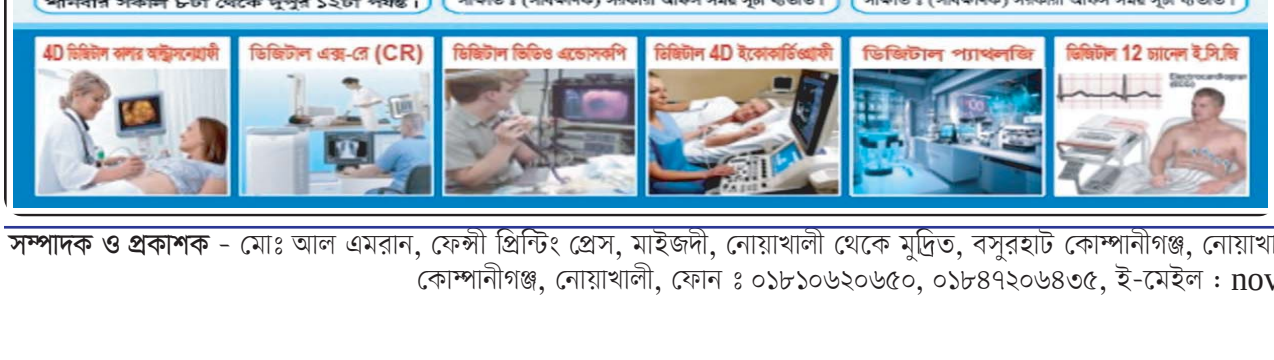

সম্পাদক ও প্রকাশক - মোঃ আল এমরান, ফেন্সী প্রিন্টিং প্রেস, মাইজদী, নোয়াখালী থেকে মুদ্রিত, বসুরহাট কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত। **প্রধান কার্যালয় :** মাহবুব ম্যানশন চরপার্বতী, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী, ফোন ঃ ০১৮১০৬২০৬৫০, ০১৮৪৭২০৬৪৩৫, ই-মেইল : novojoti@gmail.com

সম্পাদকীয়

শিক্ষার আলোকধারা হউক নৈতিকতা, ধর্ম ও মানবতার পথে

মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার শিক্ষা। শিক্ষা কেবল অক্ষরজ্ঞান নয়,এ হলো আলোকিত আত্মার দীপ্তি, যা অন্ধকার মন ও সমাজকে জ্ঞানের আলোয় ভরিয়ে তোলে। একজন অশিক্ষিত মানুষ অন্ধকারে পথ হারায়, আর একজন শিক্ষিত মানুষ নিজের আলোকেই সমাজকে আলোকিত করে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়,আমাদের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কী? কেবল চাকরি পাওয়া, না কি মানুষ হওয়া? নৈতিকতা ও মানবিক শিক্ষায় সত্যিকারে আলোকিত মানুষ গড়ে তোলে। সত্যিকার শিক্ষা কখনো কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়। মহান দার্শনিক সক্রেটিস বলেছিলেন,

"Education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel." অর্থাৎ শিক্ষা হলো আগুন জ্বালানো, পাত্র ভরাট নয়। যে শিক্ষা মানুষকে সততা, ন্যায়, সহানুভূতি ও মানবিকতার পথে পরিচালিত করে, সেই শিক্ষাই সত্যিকারের শিক্ষা। বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্ম প্রযুক্তিতে পারদর্শী হলেও নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের জায়গায় এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হচ্ছে। শিশুদের মাঝে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়লেও, নীতি-নৈতিকতা, বিনয় ও শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা যেন হারিয়ে যাচ্ছে।অতএব, বিদ্যালয় থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা সময়ের দাবি।ধর্মীয় বিদ্যা ও মানবতার শিক্ষা

সমস্ত ধর্মই শিক্ষার গুরুত্বকে সর্বোচ্চ স্থানে রেখেছে।

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে আল্লাহ বলনে,পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল-আলাক: ১) এই প্রথম আদেশই ছিল শিক্ষা অর্জনের নির্দেশ।নবী করিম(সঃ)বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ।"

অর্থাৎ শিক্ষা কেবল পণ্ডিত হওয়ার জন্য নয়, বরং মানুষ ও সমাজকে সৎ পথে পরিচালিত করার জন্য।

হিন্দুধর্মে, উপনিষদের বাণী "সা বিদ্যা বা বিমুক্তয়ে"–অর্থাৎ সেই বিদ্যাই সত্য বিদ্যা, যা মুক্তি দেয় অন্ধকার থেকে আলোয়।বৌদ্ধধর্মে বলা হয়েছে "অজ্ঞতা সকল দুঃখের মূল।"তাই জ্ঞান অর্জনই মুক্তির পথ।খ্রিষ্টধর্মে বাইবেলের বাণী– "সত্য তোমাদের মুক্তি দেবে।"

অর্থাৎ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো সত্যকে উপলব্ধি করা, আর সেই সত্য মানুষকে নৈতিকতা ও প্রেমের পথে পরিচালিত করে।সব ধর্মই তাই বলে–শিক্ষা মানেই আলোকিত মানবতা। শিক্ষা হলো সেতুবন্ধন, বিভেদ নয়। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা: আলো ও ছায়া বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৭ কোটি মানুষ সরাসরি শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান বেড়েছে বহুগুণে।জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ শিক্ষাকে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।তবুও আমরা আজও দেখতে পাই–শহর ও গ্রামীণ শিক্ষায় বৈষম্য,দক্ষ শিক্ষকের অভাব,কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ,পরীক্ষানির্ভর পড়াশোনা,এবং সর্বোপরি "মানবিক গুণের শিক্ষা"র অভাব। শিক্ষা যেন পরীক্ষার খাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে; মানুষ গড়ার প্রক্রিয়া নয়।আজ আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার আগে "প্রশ্নফাঁসের আতঙ্ক" দেখা দেয়, অথচ "চরিত্র গঠন" নিয়ে আলোচনা হয় না।এই অবস্থায় শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষার গুণগত মান কমছে। আন্তর্জাতিক শিক্ষা ব্যবস্থা: আমরা কেন পিছিয়ে?বিশ্বের উন্নত দেশগুলো–যেমন ফিনল্যান্ড, জাপান, সিঙ্গাপুর–শিক্ষাকে কেবল পুঁথিগত বিদ্যা হিসেবে দেখে না।তারা শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা ও নৈতিকতা গঠনের ওপর গুরুত্ব দেয়।ফিনল্যান্ডে কোনো পরীক্ষানির্ভর শিক্ষা নেই। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীর মেধা অনুযায়ী শেখান, এবং শিক্ষা একেবারে জীবনমুখী।জাপানে শিশুকে প্রথম থেকেই শেখানো হয় "সম্মান, সময়ানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ"।তারা জানে–যন্ত্র নয়, মানুষই উন্নতির প্রকৃত চালিকাশক্তি।অন্যদিকে আমরা এখনো মুখস্থবিদ্যায় আটকে আছি। একজন ছাত্র উচ্চতর ডিগ্রি পেলেও বাস্তবজ্ঞান ও দক্ষতায় পিছিয়ে পড়ে।

কারিগরি ও নৈতিক শিক্ষার ঘাটতি আমাদের কর্মসংস্থানের পথ সংকুচিত করে দিয়েছে।

আমরা কেন পিছিয়ে ১. নীতিগত অসংগতি: শিক্ষানীতির ধারাবাহিকতা নেই। প্রতিটি সরকার নিজের মতো করে নীতি বদলায়।২. শিক্ষকের মর্যাদা হ্রাস: শিক্ষকরা সমাজের শ্রদ্ধার জায়গা হারাচ্ছেন। অনেকেই পেশাটিকে জীবিকার মাধ্যম হিসেবে দেখছেন, পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে নয়।৩. দুর্নীতি ও বৈষম্য শহর বনাম গ্রামের শিক্ষা মানে আকাশ-পাতাল ফারাক।৪. নৈতিক শিক্ষার অনুপস্থিতি বই আছে, কিন্তু মনন নেই; ডিগ্রি আছে, কিন্তু মানবিকতা নেই।

৫. বেকারত্বের ভয় বর্তমান শিক্ষা কর্মসংস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

উত্তরণের পথ কী করা দরকার

১.নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা : প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত নৈতিকতা, সততা ও মানবিক মূল্যবোধ শেখানো জরুরি।

পাঠ্যক্রমে "নৈতিক শিক্ষা" আলাদা বিষয় হিসেবে যুক্ত হওয়া উচিত। ২. শিক্ষকের মর্যাদা ও প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি

একজন দক্ষ শিক্ষকই জাতির নির্মাতা। তাই তাঁদের প্রশিক্ষণ, সম্মান ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। ৩.কারিগরি ও জীবনমুখী শিক্ষা

চাকরি নির্ভর নয়, দক্ষতা নির্ভর শিক্ষা হতে হবে। শিল্প, কৃষি, প্রযুক্তি, আইটি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বাড়াতে হবে। ৪. ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধে সংলগ্ন শিক্ষা : সব ধর্মের মূল বাণী–সত্য, সহানুভূতি, পরোপকার–এই বিষয়গুলো পাঠ্যপুস্তকে সাহিত্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।৫.গবেষণা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহ

শুধু পাস নয়–নতুন চিন্তা ও উদ্ভাবনই জাতিকে এগিয়ে নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণায় উৎসাহ দিতে হবে। ৬.রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও নীতি স্থায়িত্ব

শিক্ষায় বাজেট বাড়ানো, আর নীতিকে দলীয় পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে রাখতে হবে।আলোর পথে রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্বরাষ্ট্রের দায়িত্ব কেবল বিদ্যালয় নির্মাণ নয়–মানুষ গড়ার পরিবেশ তৈরি করা। যেমন একটি বীজকে ফলবতী হতে মাটি, আলো ও যত্ন লাগে; তেমনি শিক্ষাকে ফলবতী করতে চাই–নীতিনিষ্ঠ শিক্ষক, ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ ও নৈতিক পরিবেশ। প্রতিটি পরিবারও এই দায়িত্বে অংশীদার। শিশুর প্রথম বিদ্যালয় হলো তার পরিবার। সেইখানেই নীতি, সততা, শ্রদ্ধা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা শেখানোর সূচনা হতে হবে।শিক্ষা জাতির আত্মা। যে জাতি শিক্ষার আলোয় নিজেকে আলোকিত করতে পারে, তার উন্নয়নকে কেউ থামাতে পারে না।

কিন্তু সেই শিক্ষা হতে হবে মানবিক, নৈতিক ও ধর্মভিত্তিক আলোকিত শিক্ষা। আজ আমাদের প্রয়োজন কেবল "শিক্ষিত মানুষ" নয়–বরং "শিক্ষিত চরিত্রবান মানুষ"। যে শিক্ষা মানুষকে মানুষ হতে শেখায়, সেটিই প্রকৃত বিদ্যা।আর সেই বিদ্যাই নব জ্যোতির মতো আমাদের জাতিকে নতুন আলোর পথে এগিয়ে নেবে–অন্ধকার থেকে আলোয়, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে, আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মানবিকতায়।"

"জাতীয়তাবাদের আলোয় বাংলাদেশের উদ্ভব ও অগ্রযাত্রা"

মু.কাউছার আলাম বায়তুল

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ, বিশেষ করে এর মূল ভিত্তি "বাঙালি জাতীয়তাবাদ" (যা ১৯৭৫ সালের পর "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে" রূপান্তরিত হয়), ঐতিহাসিকভাবে একটি শক্তিশালী এবং মূলত ইতিবাচক শক্তি, বিশেষ করে জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে।

কিছু ইতিবাচক দিক এখানে দেওয়া হল:

স্বাধীনতার ভিত্তি: ভাষা, সংস্কৃতি এবং ভাগ করা ইতিহাসকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মূল চালিকা শক্তি। এটি পশ্চিম পাকিস্তানি প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্বই এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ, ইতিবাচক ফলাফল।

সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত দাবি: বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলন ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, যা সফলভাবে বাঙালিদের তাদের মাতৃভাষা, বাংলাকে একটি সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহারের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। এটি অপরিসীম গর্বের জন্ম দেয় এবং একটি স্বতন্ত্র, প্রাণবন্ত জাতীয় পরিচয়ের ভিত্তি হয়ে ওঠে যা এর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মূল্য দেয়।

ঐক্য ও আন্দোলন: এটি একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল, বিভিন্ন পটভূমি, পেশা এবং আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর মানুষকে - ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এবং বুদ্ধিজীবী সহ - আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই করার জন্য একটি সাধারণ পতাকাতলে একত্রিত করেছিল। এই ঐক্য মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুপ্রেরণা: প্রাথমিক সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল চেতনা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্রের নীতির সাথে আবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতার জন্য প্রচেষ্টা ছিল স্বৈরাচারী শাসন এবং ধর্মীয়-ভিত্তিক রাজনীতির প্রত্যাখ্যান, যা জনসাধারণের ইচ্ছা এবং অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর ভিত্তি করে একটি সরকারের আকাঙ্ক্ষার উপর জোর দেয়।

আঞ্চলিক পরিচয় (বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ): পরবর্তীতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে (জিয়াউর রহমান কর্তৃক জনপ্রিয়) স্থানান্তরের লক্ষ্য ছিল একটি বৃহত্তর নাগরিক-ভিত্তিক পরিচয় তৈরি করা যা ভূখণ্ডের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে, বাংলাদেশের নাগরিকদের ভারতের বাঙালিদের থেকে আলাদা করে। সমর্থকরা যুক্তি দেন যে এটি একটি বহু-জাতিগত রাষ্ট্রের জন্য আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঠামো প্রদান করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি: স্বাধীনতা-উত্তর যুগে, জাতীয় গর্ব এবং সাধারণ উদ্দেশ্যের অনুভূতি প্রায়শই জাতীয় উন্নয়ন, স্বনির্ভরতা এবং আর্থ-সামাজিক মাইলফলক অর্জনের প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করেছে, যা দেশকে "ঝুড়ির টুকরো" থেকে দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে উন্নীত করতে সহায়তা করেছে।

মু.কাউছার আলাম বায়তুল, সমাজ কর্মী।
Kaoserbaitul @gmail.com

"নদীর কান্না, মানুষের ব্যথা-চরপার্বতীর অন্তহীন সংগ্রাম"

বিশেষ প্রতিনিধি:

নদীর বুকে এক গ্রাম,ছোট ফেনীর নদীর তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে এক সময়ের সবুজ, আজকের আংশিক ক্ষয়ে যাওয়া গ্রাম চরপার্বতী। যে গ্রাম জোয়ার-ভাটার ছন্দে বেঁচে আছে, নদীর গর্জনে ঘুম ভাঙত, আর নদীর বুকেই হারিয়ে যায় জীবনের গল্প। এ গ্রামের মানুষের সকাল শুরু হয় নদীর ঢেউয়ের শব্দে, শেষ হয় নদীর তীব্র স্রোতের ভয় নিয়ে। তবুও তারা নদীর সন্তান, তাই নদীকে ভালোবাসে, নদীকেই ভয় পায়। তদান্তদীন পাকিস্তান আমলে ১৯৬২ সালের দিকে সোনাগাজী ও কোম্পানীগঞ্জ রক্ষার জন্য প্রথমে বেড়িবাঁধ নির্মান করে পাউবো প্রশাসন, পরবর্তীতে কোম্পানীগঞ্জ ও সোনাগাজী উপজেলার উওর চর সাহাভিকারী সীমান্তে চরপার্বতীর গ্রামের, দক্ষিনে, বসুরহাট টু মৌলবি বাজার টু কাজীর হাট সড়কে স্লুইসগেট কাজ শুরু করে পাউবো যাহা ১৯৬৫ সালে নির্মানের কাজ শুরু করে ১৯৬৭ সালে শেষ করে, কর্তৃপক্ষ আশা ছিল উভয় উপজেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম নদী ভাঙ্গা হতে রক্ষা পাবে, রক্ষা পেয়ে ছিল প্রায়! তিন যুগ, সুইচগেটটি ছিল ২০টি ঢাকনাওয়ালা, সুইচগেট তখন ছিল নদী ও মানুষের মধ্যে ভারসাম্যের প্রতীক। জোয়ারের পানি আটকানো, ভাটার সময় পানি নিষ্কাশন সবকিছু চলত নিয়মে।কৃষকরা তখন আশায় বুক বাঁধতেন, নদীর নোনা পানি থেকে মুক্তি পেয়ে সবুজ ধানক্ষেত দুলত বাতাসে।কিন্তু সময়ের স্রোত কারো জন্য থেমে থাকে না।২০০২ সালের ভয়াবহ বন্যা, প্রবল স্রোতে সেই স্লুইসগেট ভেঙে যায়, অনেক স্থানীয় লোক বলছেন, সুইচগেট তদারকির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুইচ গেট দেখ ভালো করে রাখার যে নিয়ম তা না করা,

জানতে যান্ত্রিক অব্যস্থাপনা, জেলেদের মাছ আটকানো, নোনা পানি, কারনে গেটটি ভেঙ্গে যায়। ফলে মানুষজনের যাতায়াতের সমস্যা প্রকট ধারন করে, আর ভেঙে যায় চরপার্বতীর মানুষের শান্তির স্বপ্ন।তখন দেশের শাসনভার ছিল বিএনপির হাতে, নোয়াখালী (কোম্পানীগঞ্জ - কবিরহাট) সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য বিএনপির নেতা মরহুম ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় নির্মাণ করেন মুসাপুর সুইচগেট।মানুষ তখন কিছুটা স্বস্তি পায়। নদীভাঙন থেমে যায়, ফসল ফিরে আসে, জীবন আবার ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে।তবে ব্রিজহীনতার বেদনা, কাজীর হাট স্লুইসের স্থানে আজও কোনো ব্রিজ হয়নি।ফলে ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার উত্তরাঞ্চলের মানুষ,চরসাহাভিকারীর ও চরপার্বতীর পূর্ব- দক্ষিন অঞ্চলের সোনাগাজী-কোম্পানীগঞ্জ সংযোগ প্রত্যাশী জনগণ আজও নৌকার ওপর নির্ভরশীল। নৌকা ভাড়া বেশি, যাত্রা ঝুঁকিপূর্ণ, বয়স্ক মানুষ বা গর্ভবতী নারীদের জন্য এ যেন এক দৈনিক দুর্ভোগ।

আরো সমস্যা,উওর চরসাহাভিকারী মৌজায় চরপার্বতী জনগনের অনেক জমি ক্রয় করা, ও পৈতৃক সুত্রে পাওয়া জমিতে চাষাবাদে হিমশীম, ফসল আনা নেওয়ায় নানাবিধ সমস্যা, চরম পর্যায়ে ভোগান্তি ও আর্থিক ক্ষতি। এসব বিষয়ে এলাকার মানুষ জন রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পান, কিন্তু সময় পেরিয়ে যায়, কাজের দেখা মেলে না।

প্রশাসনের কেউ এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। চরপার্বতীর মানুষ আজও বলে

যদি কেউ সত্যি কাজ করত, তাহলে আজ নদীর উপরে সেতুটা দাঁড়িয়ে যেত।এর পর যে সমস্যা মুখোমুখি হবে তাহা শুধু চরপার্বতী গ্রাম নয়, নোয়াখালী, ফেনী, কুমিল্লা আংশিক সীমান্ত উপজেলা বা গ্রাম নদীর গর্ভে বিলীন হয়েছে, হচ্ছে চলমান

মুসাপুর সুইচগেট ভাঙন–নতুন দুঃস্বপ্ন

২০২৪ সালের ২৪ আগস্ট, ভারতের তীব্র বন্যায় তারা তাদের ডেম্বু বাঁধের সুইচগেট খুলে দেয়। অতিরিক্ত পানির চাপে মুসাপুর সুইচগেট ভেঙে যায়।

এ যেন ২০০২-এর ভয়াবহতার পুনরাবৃত্তি।

১৫ মাস কেটে গেছে– এখনো নতুন সুইচগেট নির্মাণ শুরু হয়নি।মানুষ অসহায়, জমি তলিয়ে যাচ্ছে, ফসল নষ্ট, মাছের ঘের ভেসে গেছে, আর প্রশাসন নীরব দর্শক।উপজেলা ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি,ঢাকা প্রেসক্লাবে মানববন্ধন,

সব কিছুই হয়েছে – কিন্তু ফল শূন্য।কেউ যেন চরপার্বতীর কান্না শুনতে পায় না।নদীর তীরে মানুষের লড়াই যখন সরকারের দৃষ্টি এলো না, তখন এগিয়ে আসে গ্রামের মানুষ।দেশবিদেশে থাকা প্রবাসীরা চাঁদা তুলে পাঠান প্রায় ২০লক্ষ টাকা,

সেই টাকায় কিনে আনা হয় জিও ব্যাগ। জোয়ার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ৯ নং ওয়ার্ড কাজী হানিফ সেতু সংলগ্ন জিও ব্যাগ ভরাট করে কাজ শুরু করা হয়, অনেকে স্বেচ্ছায় শ্রম দেন, এলাকাবাসী আর্থিক অনুদান দেন, এর পর শুরু হয় সড়ক রক্ষার কাজ, চরপার্বতী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড সড়ক সংলগ্ন মৌলভী আবদুর রহিম মসজিদের পূর্ব হতে ৫০০ ফুট পর্যন্ত জিও ব্যাগ ভরাট করে রাস্তার দক্ষিন পাশ বাধঁ দেয়া হয়, বসুরহাট টু মৌলভীবাজার টু কাজীর হাট সুইচগেট সড়ক আপাতত রক্ষা হয় যাহা এলাকাবাসী সহ নের্তত্বে স্থানীয় চেয়ারম্যান, কাজী হানিফ আনসারী, বিএনপি নেতা কাউসার আলম বায়তুল ৭ নং ওয়ার্ড মেম্বার আবদুল্লাহ আল মামুনের উদ্যোগে নদীর পাড়ে জিও ব্যাগ ভরাট করে রাস্তা ভাঙন রোধ করা হয়। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক

২০০ জিও ব্যাগ সরবরাহ করেন। কাজ চলতে থাকে, সাময়িক সমাধান হয়। এ গল্প যেন এক মানবিক ঐক্যের প্রতিচ্ছবি–যেখানে সরকার ব্যর্থ, সেখানে সাধারণ মানুষ দাঁড়ায় নিজের অস্তিত্ব রক্ষায়। কিন্তু সমস্যা শুধু নদী ভাঙ্গন নয়, মানুষের কৃত্রিম সমস্যা বন্দোবস্ত করলো, যাহা গভীর উদ্বেগ ভাবায়,

নদীর তীরে তরুন, তরুণীদের মিলন মেলা–এক নতুন সমস্যা, চরপার্বতীর, মৌলবি আবদুর রহিম জামে মসজিদ থেকে পূর্বদিকে প্রায় ৫০০ ফুট জায়গায় নদীর তীরে বিকেলবেলা ভিড় জমে।কেউ আসে জোয়ারভাটা দেখতে, কেউ আসে নদীর রূপে হারিয়ে যেতে।তরুণ-তরুণী, শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ–সবাই আসে এক আশ্চর্য আকর্ষণে।কেউ কেউ একে বলে "মিনি সৈকত"।কিন্তু এই আনন্দের আড়ালেও লুকিয়ে আছে সামাজিক উদ্বেগ।অবাধ মেলামেশা, ভ্রাম্যমাণ দোকান, খাবারের স্টল–সব মিলিয়ে ধীরে ধীরে নষ্ট হচ্ছে এলাকার ধর্মীয় ও নৈতিক পরিবেশ।মসজিদের পাশেই ভিড় জমে, সড়কে বসে খাবার বিক্রি–

যা সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে বেমানান।

আজ না হয় দৃশ্যমান বিনোদন,

কিন্তু আগামী দিনে এ জায়গা যদি অনৈতিক কর্মের আশ্রয়স্থল হয়ে পড়বে মনে করেন সহানীয় এলাকাবাসী। এই দীর্ঘ নদীভাঙন, স্লুইসগেট ধ্বংস, কৃষিক্ষেত্র নষ্ট,সব মিলিয়ে চরপার্বতীর মানুষ এখন অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত।এক সময় যাদের জীবিকা ছিল ধান, মাছ ও গবাদি পশু,তারা এখন বেকার, কেউ প্রবাসে পাড়ি দিয়েছে, কেউ শহরে রিকশা চালায়।

নারীরা হারিয়েছে কাজের সুযোগ,শিশুরা স্কুলে যেতে পারে না, কারণ রাস্তা ভেঙে গেছে।

গ্রামের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, সামাজিক বন্ধন দুর্বল।তবু মানুষ বাঁচে,কারণ বেঁচে থাকা তাদের একমাত্র প্রতিবাদ।

চরপার্বতীর মানুষ জানে

নদীর সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকাই জীবনের নাম।"তারা চায় উন্নয়ন, কিন্তু সে উন্নয়ন যেন বাস্তব হয়।

একটি ব্রিজ, একটি টেকসই সুইচগেট–

এগুলোই আজ তাদের স্বপ্ন।

তারা চায় সরকার, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা এই কণ্ঠস্বর শুনুক।

চায় যেন চরপার্বতীর মানুষ আর কাঁদতে না হয় নদীর গর্জনের তালে।

নদী যেন অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ হয়

চরপার্বতীর গল্প কোনো এক গ্রামের গল্প নয়–

এটা বাংলাদেশের উপকূলীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি।

যেখানে নদী জীবন দেয়, আবার কেড়ে নেয়;

যেখানে মানুষ বারবার ভেঙে পড়ে, আবার দাঁড়িয়ে যায়। চরপার্বতীর মানুষের মুখে একটাই আহ্বান–

আমাদের নদীকে রক্ষা করুন,

আমাদের ভবিষ্যৎকে ফিরিয়ে দিন।"

যদি সময়ের স্রোতে এই আহ্বান পৌঁছে যায় নীতিনির্ধারকদের কানে,তবে হয়তো একদিন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে চরপার্বতীর শিশুরা বলবেএই নদীএকদিন আমাদের গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি, বরংজীবন দিয়েছে।"

ডাঃ এ,এন,এম মনিরুজ্জামান
এম.বি.বি.এস, (বি.সি.এস),
ডি.সি.এইচ, এম.ডি (শিশু স্বাস্থ্য)।
কনসালটেন্ট (শিশু)
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কোম্পানীগঞ্জ নোয়াখালী।

ডাঃ ফখরুল ইসলাম (ইমরান)
এম.বি.বি.এস,বিসি এস(স্বাস্থ্য)
এম.ডি,(মেডিসিন),আমেরিকা
এফসিপিএস পার্ট ১(নিউরোমেডিসিন)
রেজিঃ A-77743
এসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার, মেডিসিন বিভাগ, নোয়াখালী সদর হাসপাতাল।

ডা. মো. আবদুর রহিম
এম.বি.বি.এস,বি.সি.এস(স্বাস্থ্য)
এফসিপিএস (কলোরেক্টল সার্জারী) শেষ পর্ব,
পিজিটি (মেডিসিন)
সহঃ রেজিস্টার-২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল, নোয়াখালী।
BMDC Reg.No.A-86492

তামান্না ডেন্টাল কেয়ার

ডাক্তারঃ ফারহানা আক্তার তামান্না
বি.ডি.এস (ডি.ইউ)
পিজিটি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী)
ঢাকা ডেন্টাল কলেজ স্পেশাল ট্রেনিং
(পেডিয়াট্রিক্স ডেন্টিস্ট এন্ডোডন্টিক্স এন্ড আর্থোডন্টিক্স)
বি.এম.ডি.সি রেজি নং-১০৬১৯
এখানে আঁকা বাঁকা দাঁত সোজা করা হয়।
সাক্ষাতঃ প্রতিদিন সকাল ১০ঃ৩০টা হতে দুপুর ১ঃ৩০ মিনিট,
বিকাল ৪ঃ৩০মিনিট হতে রাত ৮ঃ৩০টা
মোবাইল নং-০১৮৫৮-৯৪১০৯৭
হাসপাতাল রোড (দক্ষিন বা ফাজিল মাদরাসার সামনে)
বসুরহাট পৌরসভা, কোম্পানিগঞ্জ, নোয়াখালী।

করোনা পরবর্তী বাংলাদেশে চুলকানি ও এলার্জি: কারণ, সচেতনতা ও চিকিৎসা

স্বাস্থ্য ডেস্ক:
বর্তমান সময়ে, বিশেষ করে ২০২৪-২০২৫ সালে করোনা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে চুলকানি এবং বিভিন্ন ধরনের এলার্জির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশু, যুবক, বৃদ্ধা, নারী-পুরুষ-প্রায় সকল বয়সী মানুষ এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এলার্জি একটি রোগ নয়, বরং দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অতিব্যক্তিক্রিয়ার ফল। এটি বিভিন্ন রকমের হতে পারে, যেমন ত্বকের চুলকানি, হাঁচি, নাকের সমস্যা, চোখ লাল হওয়া বা শ্বাসকষ্ট।

কেন হচ্ছে এবং কি জন্য হচ্ছে: করোনা মহামারির পর মানুষ বেশি সময় ঘরে বা বন্দি পরিবেশে থাকায় বিভিন্ন অ্যালার্জেনের (পরাগকণিকা, ধুলা, পোষা প্রাণী, খাবারের অ্যালার্জি) সংস্পর্শ বেড়েছে। এছাড়া করোনা সংক্রমণের পর দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিছুটা দুর্বল হয়ে থাকতে পারে, যা সহজে এলার্জিকে প্ররোচিত করে। শীত এবং আর্দ্রতার মিলন বিশেষত ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি মাসে ত্বকের চুলকানি ও শ্বাসকষ্টের প্রবণতা বাড়ায়।

লক্ষণ ও সতর্কতা: চুলকানি, ত্বকে লাল দাগ, ফোঁটা, চোখ বা নাকের জল, হাঁচি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি প্রধান লক্ষণ। দীর্ঘ মেয়াদে এলার্জি ntreated থাকলে ত্বকের প্রদাহ, শ্বাসকষ্ট, ব্রণ বা একজিমা হতে পারে। শিশু ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এটি আরও ঝুঁকিপূর্ণ।

ডাক্তারের পরামর্শ: প্রথমে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ (Dermatologist) বা অ্যালার্জি বিশেষজ্ঞ এর কাছে পরামর্শ নিন। নিজে থেকে অ্যান্টিহিস্টামিন ঔষধ বা ক্রিম ব্যবহার না করা উত্তম। প্রয়োজনে রক্ত পরীক্ষা বা এলার্জি টেস্ট করা যেতে পারে।

রোগীর সচেতনতা ও খাদ্যাভ্যাস: এলার্জি সৃষ্টিকারী খাবার (ডিম, শেলফিশ, অতিরিক্ত চকলেট, প্রসেসড ফুড) এড়িয়ে চলা। প্রচুর পানি পান করা এবং হালকা, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করা। ত্বক হালকা রাখার জন্য সোপের পরিবর্তে মৃদু ফেস ও বডি ওয়াশ ব্যবহার। ঘর পরিস্কার রাখা এবং ধুলা ও পোড়ামাটির সংস্পর্শ কমানো।

পরিবার ও সমাজের সচেতনতা: শিশু ও বৃদ্ধদের বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

শ্বাসকষ্ট বা হঠাৎ এলার্জির ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা নেওয়া। এলার্জি রোগীকে মানসিক চাপ কমানোর জন্য পরিবারের সমর্থন দেওয়া।

সরকারি ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং সরকারি হাসপাতালগুলোতে এলার্জি চিকিৎসার জন্য গরীব ও দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে বা কম খরচে পরামর্শ ও ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা উচিত। সরকারি স্বাস্থ্য সচেতনতা ক্যাম্পেইন এবং এলার্জি ও চুলকানি সংক্রান্ত তথ্য সাধারণ মানুষকে জানানো প্রয়োজন।

ঔষধ গ্রহণ ও বর্জনীয় বিষয়: খাওয়া যেতে পারে: অ্যান্টিহিস্টামিন, প্রয়োজনমতো স্টেরয়েড ক্রিম, ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার।খাওয়া উচিত নয়: নিজের ইচ্ছায় ঔষধ বা ইনজেকশন নেওয়া, খুব মসলাযুক্ত বা প্রক্রিয়াজাত খাবার

দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি: অনিয়ন্ত্রিত এলার্জি দীর্ঘমেয়াদে ত্বকের ক্ষয়, একজিমা, ব্রণ, শ্বাসকষ্ট, অ্যাজমা, সাইনাস সংক্রমণ এবং মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তাই সঠিক চিকিৎসা ও সচেতনতা অপরিহার্য।উপসংহার হিসেবে, করোনা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে চুলকানি ও এলার্জির ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। তবে সঠিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, পরিবারিক সমর্থন এবং সরকারি স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা ব্যবহার করে এই সমস্যা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সচেতন মানুষ নিজে এবং পরিবারকে সুস্থ রাখতে পারে।

ডেঙ্গু: কারণ, লক্ষণ ও সচেতনতা

স্বাস্থ্য ডেস্ক:
ডেঙ্গু হলো একটি জ্বর জনিত ভাইরাসজনিত রোগ, যা সাধারণত মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায়। এটি হঠাৎ উচ্চ জ্বর, মাথা ব্যথা, পিঠের বা চোখের পেছনের ব্যথা, শরীরে ফুসকুড়ি ও ক্লান্তি সৃষ্টি করে। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে রক্তপাত ও শ্বাসকষ্টও দেখা দিতে পারে।

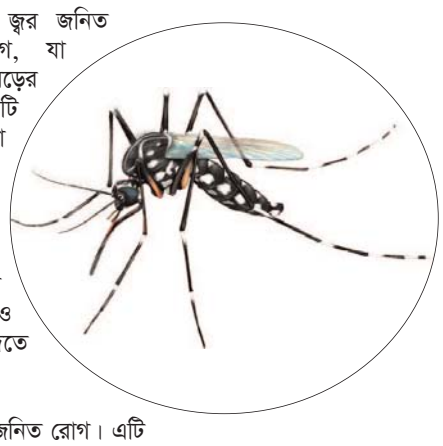

ডেঙ্গু কেন হয়?
ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এটি মূলত 'Aedes aegypti' এবং 'Aedes albopictus' নামক মশা দ্বারা ছড়ায়। এই মশা দিনে কামড়ায়, বিশেষ করে সকাল ও সন্ধ্যার সময়। ডেঙ্গু আক্রান্ত মানুষের রক্ত থেকে মশা ভাইরাস গ্রহণ করে এবং অন্যকে সংক্রমিত করে।

ডেঙ্গু কাদের হয়?
ডেঙ্গু যে কারো হতে পারে–শিশু, যুবক, প্রাপ্তবয়স্ক বা বৃদ্ধ। তবে শিশুরা এবং দুর্বল রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ ঝুঁকিপূর্ণ।

ডেঙ্গু সচেতনতা ও করণীয়:
১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা: বাড়ির আশেপাশের পানি জমে থাকা ঝরনা, পাত্র, ফুলের পাত্র, ব্যবহারহীন টায়ার এড়িয়ে চলুন।
২. মশার থেকে রক্ষা: মশারি ব্যবহার, লম্বা পোশাক পরিধান এবং মশার জবঢ়বষষবহঃ ব্যবহার করুন।
৩. রোগের লক্ষণ চিনুন: হঠাৎ জ্বর, মাথা ব্যথা, চোখের পেছনের ব্যথা, ফুসকুড়ি বা ক্লান্তি হলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
৪. ডাক্তারের পরামর্শ: হালকা জ্বর হলেও নিজে ওষুধ দিয়ে চেষ্টা না করে, দ্রুত ডাক্তারের কাছে যান। রক্ত পরীক্ষা দিয়ে ডেঙ্গু নিশ্চিত করা জরুরি।
৫. পরিবারের করণীয়: রোগীর ঘর আলাদা রাখা, পর্যাপ্ত পানি এবং বিশ্রাম নিশ্চিত করা, শরীরে রক্তপাত বা অতিরিক্ত ক্লান্তি থাকলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া।

বর্জনীয় বিষয়:
ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর কাছে অপ্রয়োজনীয় সমাগ্রী বা পানি রাখবেন না।
চিকিৎসক ছাড়া অন্য ওষুধ বা হোমরেমেড ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।

কোন মাসে হয়:
ডেঙ্গু সাধারণত বর্ষা ও বর্ষার পরবর্তী সময়ে বেশি দেখা যায়, কারণ এই সময়ে মশার প্রজনন বেশি হয়।

পরিবারের সচেতনতা:
ঘরে পানি জমতে দেবেন না।
শিশু ও বৃদ্ধদের মশার কামড় থেকে রক্ষা করুন।
রোগীর ঘর আলাদা রাখুন এবং মশারোধক ব্যবহার করুন।
স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডেঙ্গু প্রতিরোধমূলক টিপস অনুসরণ করুন।

সারসংক্ষেপ:
ডেঙ্গু একটি মারাত্মক রোগ হতে পারে, যদি সচেতনতা না রাখা হয়। নিয়মিত ঘর পরিষ্কার, মশা নিয়ন্ত্রণ, রোগের লক্ষণ চিনে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ এবং পরিবারের সঠিক করণীয় মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হঠাৎ জ্বর বা শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা নেওয়া রোগের জটিলতা কমাতে সহায়ক।

একজন গর্ভবতী মায়ের গর্ভকালীন যত্নের গুরুত্ব

নব জ্যোতি ডেস্ক:
সুস্থ মা, সুস্থ শিশু, নিরাপদ ভবিষ্যৎ গর্ভধারণ শুধু একটি জীবনের জন্ম নয়–এ এক মায়ের ভালোবাসা, ত্যাগ ও সাহসের দীর্ঘ নয় মাসের যাত্রা। এই সময়ের প্রতিটি দিনেই থাকে দায়িত্ব, যত্ন ও আশা। তাই একজন গর্ভবতী নারীর খাদ্যাভ্যাস, বিশ্রাম, চিকিৎসা ও মানসিক সুস্থতা–সবই সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম তিন মাস (১ম ত্রৈমাসিক): নতুন জীবনের শুরু গর্ভধারণের প্রথম তিন মাসে ভ্রূণের মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়। তাই শুরুতেই একজন দক্ষ গাইনোকোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

খাদ্যাভ্যাস: সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাবার যেমন–ভাত, ডাল, শাকসবজি, দুধ, ডিম, ফলমূল খাওয়া উচিত। ঝাল, ভাজাপোড়া ও ফাস্টফুড এড়িয়ে চলতে হবে।

ওষুধ: ডাক্তারের নির্দেশনা অনুযায়ী ফলিক এসিড ও আয়রন ট্যাবলেট খাওয়া জরুরি।

চলা-ফেরা: হালকা হাঁটা ভালো, তবে অতিরিক্ত ক্লান্তি ও মানসিক চাপ পরিহার করা উচিত।

দ্বিতীয় তিন মাস (২য় ত্রৈমাসিক): বৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার সময়এই সময়ে শিশুর হাড়, ত্বক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্রুত বিকশিত হয়। মা শারীরিকভাবে কিছুটা স্বস্তিবোধ করেন।খাদ্যাভ্যাস: দুধ, মাছ, মাংস, ডাল, শাকসবজি, ফল ও বাদাম নিয়মিত খাওয়া উচিত।

চিকিৎসা: প্রতি মাসে অন্তত একবার ডাক্তার দেখাতে হবে। রক্তচাপ, ওজন, শিশুর নড়াচড়া ও রক্তের পরীক্ষা করা প্রয়োজন। জীবনযাপন: সকালে হালকা ব্যায়াম, পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও সময়মতো ঘুম গর্ভকালীন স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য।

শেষ তিন মাস (৩য় ত্রৈমাসিক): আগমনের প্রতীক্ষা
শেষ ত্রৈমাসিকে শিশুর ওজন বৃদ্ধি পায়, মা শারীরিকভাবে ভারী অনুভব করেন।
খাদ্যাভ্যাস: আঁশযুক্ত খাবার, শাকসবজি, ফলমূল, দুধ ও প্রচুর পানি খেতে হবে। অতিরিক্ত লবণ ও মিষ্টি খাবার এড়িয়ে চলা উচিত।

চিকিৎসা: প্রতি ১৫ দিনে একবার করে ডাক্তার দেখাতে হবে। আল্ট্রাসনোগ্রাম, প্রেসার ও শিশুর অবস্থান পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

প্রস্তুতি: আর্থিক ভাবে প্রস্তুতি, ব্লাড ডোনেশানকারী সাথে যোগাযোগ , হাসপাতাল বা ক্লিনিক বেছে রাখা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, শিশুর জামা, কাপড় ও অন্যান্য জিনিস আগেই প্রস্তুত রাখা ভালো।

চেম্বারঃ
নীলিমা ল এসোসিয়েটস
মদিনা ভবন, (তয় তলা)
সিভিল সার্জন
(মসজিদের দক্ষিনপাশে)
ডাক্তার পাড়া মোড়,
ট্রাংক রোড, ফেনী।

এ.টি.এম এনায়েতুল করিম মামুন
এডভোকেট, জেলা জজ আদালত, ফেনী।
প্যানেল এডভোকেট, ঢাকা ব্যাংক পিএলসি।
মোবাইল নং- ০১৭২১-০৬৯৫২৫

কোর্ট চেম্বারঃ
রুম নং-৩০৪(৩য় তলা)
জেলা জজ আদালত জামে
মসজিদ, নোয়াখালী।

এ্যাডভোকেট আতাউর রহমান (জিল্লু)
এল.এল.বি(অনার্স) এল.এল.এম
সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর(এপিপি)
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, নোয়াখালী।
প্যানেল আইনজীবী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
গভঃ লিগ্যাল এইড
মোবাইল নাম্বার- ০১৮১৫-০৫৮৩৩৪, ০১৭২২-৪৭১২২২
atauriu.bdn@gmail.com

মোঃ জহুরুল হক
এম.কম, এল.এল.বি
এডভোকেট, জজ কোর্ট, নোয়াখালী
এ.জি.পি
আইন উপদেষ্টা, ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ
(এন.সি.সি.ব্যাংক)
প্যানেল আইনজীবী, আইন সহায়তা কমিটি, নোয়াখালী
প্যানেল আইনজীবী, মেঘনা ব্যাংক লিঃ
ঠিকানা ঃ বন্ধন টাওয়ার (৬ তলা)
পূর্ব লক্ষীনারায়ণপুর,মাইজদী, নোয়াখালী
মোবাইল ঃ ০১৮৬৪-০৮৬৬৭৫, ০১৭১০-৯৮২৯৪৭

মোঃ জাকির হোসেন
প্রোপাইটর
মোবাইল : ০১৮১৫৬৪৫৩৩৪
মা মেটাল ইন্‌জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ এন্ড ফার্নিচার
এখানে সকল প্রকার গিরিল,দরজা,বাউন্ডারি গেইট,কেচি গেইট, আলমারী,সোকেস,এবং এস এস এন সিড়ি,বেলকনি,থাই এলুমিনিয়াম, ও থাই এর দরজা,গেইট,অভিজ্ঞ কারিগর দ্বারা তৈরি করা হয়।
বিঃ দ্রঃ - হার্ডওয়্যার সামগ্রী পাইকারি ও খুচরা বিক্রি করা হয়।
মেইন রোড মৌলভীবাজার, চরপার্বতী, কদমতলা, কোম্পানিগঞ্জ, নোয়াখালী

মোঃ সারোয়ার হোসেন (সুমন)
সভাপতি,
জাতীয়তাবাদী যুবদল,
শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ, মৌলবী বাজার,চরপার্বতী,
কোম্পানিগঞ্জ, নোয়াখালী।

আশ্রাফুল আমীন (পলাশ)
ব্রাঞ্চ সেকেন্ড অফিসার
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত-মেডিসিন, বাত-ব্যথা, চর্ম ও এলার্জি রোগ চিকিৎসক
ডাঃ মোহাম্মদ জোবায়ের
এমবিবিএস; বিসিএস (স্বাস্থ্য); পিজিটি (মেডিসিন) বাত, ব্যথা
আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আর.এম.ও)
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বসুরহাট, নোয়াখালী।
রেজিঃ নং-A 2938
রোগী দেখার সময়
অফিস সময় ব্যতীত সার্বক্ষণিক

গাইনী, প্রসূতি, স্ত্রীরোগ ও আল্ট্রাসনোলজিস্ট অভিজ্ঞ
ডাঃ সামিয়া কামাল
এমবিবিএস; পিজিটি (গাইনী এন্ড অবস্); সিএমইউ
এক্স-সহকারী রেজিষ্টার, চট্টগ্রাম মা-শিশু হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ
এক্স সহকারী সার্জন, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নোয়াখালী।
বিএমডিসি রেজিঃ নং-A 41580
রোগী দেখার সময়
বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার
বিকাল ৫টা-রাত ৯টা

মেডিসিন, বাত-ব্যথা, স্ট্রোক, প্যারালাইসিস ও আর্থ্রাইটিস বিশেষজ্ঞ
ডাঃ নুর-ই-আলম চৌধুরী
এম.বি.বি.এস; বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
এমডি (ফিজিক্যাল মেডিসিন); এমসিপিএস (মেডিসিন)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
বিএমডিসি রেজিঃ নং-A 63047
রোগী দেখার সময়
প্রতি বৃহস্পতিবার
বিকাল ৪টা-সন্ধ্যা ৬টা

ত্বক, চর্ম, যৌন, সেক্স, এলার্জি রোগ বিশেষজ্ঞ ও কসমেটিক সার্জারী
ডাঃ মোঃ আতিকুর রহমান
এমবিবিএস; এমডি (ডার্মাটোলজী)
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
বসুন্ধরা আদ-দ্বীন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।
বিএমডিসি রেজিঃ নং-A 39274
রোগী দেখার সময়
প্রতি শুক্রবার
বিকাল ৫টা-৭টা

নাক, কান, গলা রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
ডাঃ আশিক এলাহি
এমবিবিএস; ডিএলও (সিএমএইচ); সিসিডি (বারডেম)
কনসালটেন্ট (ইএনটি)
ম্যালিয়াস ইএনটি স্পেশালাইজড হসপিটাল লিঃ, ঢাকা।
বিএমডিসি রেজিঃ নং- A 65329
রোগী দেখার সময়
প্রতি শুক্রবার
বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা ৬টা

উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সার্জারী ও হাঁড়-জোড়া চিকিৎসক
ডাঃ মোঃ সামছুদ্দিন শাহীন
এস.এ.সি মেডিকেল অফিসার
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।
রোগী দেখার সময়
শনি-বৃহস্পতিবার
দুপুর ১টা-২টা

চেম্বার ঃ বাংলাদেশ হসপিটাল এন্ড ডায়াগনষ্টিক সেন্টার
হাসপাতাল রোড, বসুরহাট, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী। ০১৮৪১-২৭১৯৯২, ০১৮১৭-০৬৫২৪৪

উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট: পন্ডিতের হাট স্কুলে জামায়াতপন্থীদের দখলে ম্যানেজিং কমিটি

নব জ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক :

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম চরকাঁকড়া পন্ডিতের হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে জামায়াত ইসলামী সমর্থিত প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। অপরদিকে বিএনপি সমর্থিত প্যানেল পড়েছে ভরাডুবিতে। বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও আশপাশের এলাকায় ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। ভোটারদের উপস্থিতি ছিল উৎসাহব্যঞ্জক–১৯৮ জন ভোটারের মধ্যে ১৫৪ জন ভোট প্রদান করেন, যা প্রায় ৭৮ শতাংশ ভোটার উপস্থিতি নির্দেশ করে।ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যায়, সাধারণ অভিভাবক সদস্য পদে জামায়াত ইসলামী সমর্থিত প্যানেলের আবদুল্লাহ আল মামুন ১০২ ভোট পেয়ে প্রথম হয়েছেন, বিএনপি সমর্থিত আব্দুর রহমান মিলন ১০০ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় এবং জামায়াত সমর্থিত নুর আলম মাসুদ ৮৭ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. একরামুল হক ৭৮ ভোট পেয়ে চতুর্থ হয়েছেন। সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য পদে কামরুন নাহার ৬৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। ভোট শেষে বিজয়ী প্রার্থীরা জানান, “এ জয় জনগণের জয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণে আমরা একসঙ্গে কাজ করব।” অন্যদিকে পরাজিত প্রার্থীরা অভিযোগ করেন, “প্রশাসন ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের ভূমিকা কিছু ক্ষেত্রে একপাক্ষিক ছিল।” তবে নির্বাচন চলাকালীন সার্বিক পরিবেশ শান্তিপূর্ণ ছিল বলে স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। বিদ্যালয়ের মঞ্চে আজ যেন রাজনীতির প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়েছিল। চরকাঁকড়ার আকাশে সকাল থেকেই ছিল উৎসবের আমেজ–চায়ের দোকান, রাস্তার মোড়, বিদ্যালয়ের বারান্দা–সবখানেই ছিল ভোটের আলোচনার ঝড়। দীর্ঘদিন পর এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখে শিক্ষক, অভিভাবক ও এলাকাবাসী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। একজন প্রবীণ শিক্ষক বলেন, “এই নির্বাচন প্রমাণ করেছে, মানুষ এখনো ভোটে বিশ্বাস রাখে।”

কোম্পানীগঞ্জে নদী থেকে অবৈধ বালু উত্তোলন: প্রকৌশলীসহ দুই কর্মকর্তার এক বছরের কারাদণ্ড

কোম্পানীগঞ্জ (নোয়াখালী) প্রতিনিধি

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ছোট ফেনী নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে নির্মাণাধীন সেতুতে ব্যবহারের অভিযোগে ‘স্ট্যান্ডার্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড’ নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের দুই কর্মকর্তাকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বুধবার (২২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উপজেলার চরহাজারী ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের তেল্লারঘাট-ধনীপাড়া কানেক্টিং ব্রিজ এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তানভীর ফরহাদ শামীম। সাজাপ্রাপ্তরা হলেন– নুর নবী (৩৮), ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার এবং মোহাম্মদ রিয়াজুল (৩২), সাইট ইঞ্জিনিয়ার, স্ট্যান্ডার্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড। এসময় বালু উত্তোলনে ব্যবহৃত প্রায় ১.৫ কিলোমিটার পাইপ ধ্বংস করা হয় এবং ১টি ইঞ্জিন জব্দ করা হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর ফরহাদ শামীম বলেন, “ছোট ফেনী নদীর ওপর এলজিইডি নিয়োজিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তেল্লারঘাট-ধনীপাড়া সংযোগ ব্রিজ নির্মাণের কাজের সুযোগে অবৈধভাবে ড্রেজার মেশিন দিয়ে বালু উত্তোলন করা হচ্ছিল। যা নদী ও সেতু উভয়ের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং আইনবহির্ভূত।”তিনি আরও জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন অনুযায়ী তাৎক্ষণিক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দুই কর্মকর্তাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। অভিযানে ব্যবহৃত পাইপ ও যন্ত্রপাতি ধ্বংস করা হয়।”উল্লেখ্য, নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, নদীভাঙন বাড়ছে এবং চলমান সেতু নির্মাণ ঝুঁকিতে পড়ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এক দিনে তিন আয়োজন: কোম্পানীগঞ্জে ফখরুল ইসলামের নেতৃত্বে তারুণ্যের জাগরণ

নোয়াখালী বিভাগ চাই র‍্যালি ও কৃষক দলের মতবিনিময়

নব জ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক :
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় শুক্রবার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন–তারুণ্যের সমাবেশ, "নোয়াখালী বিভাগ চাই" র‍্যালি এবং কৃষক দলের মতবিনিময় শীর্ষক সভা। তিন আয়োজনেই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালীর বিএনপির নেতা, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও মেট্রো হোমসের চেয়ারম্যান এবং নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ-কবিরহাট) আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আলহাজ্ব মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম। সকালের তারুণ্য সমাবেশ নতুন নেতৃত্বের বার্তা, ১৭ অক্টোবর শুক্রবার সকাল ১০টায় বসুরহাট ফাজিল মাদ্রাসা সংলগ্ন বিএনপি নেতা ফখরুল ইসলামের নিজস্ব ভবনে অনুষ্ঠিত হয় "তারুণ্যের সমাবেশ"।সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মেহেদী হাসান টিপু, সঞ্চালনায় ছিলেন সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আজিজুল হক রাজু। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আফতাব আহমেদ বাচ্চু, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মাস্টার আনিছুল হক, বসুরহাট পৌরসভা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু তোয়াহা, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি নেতা একরামুল হক মিলন।তারুণ্যের সমাবেশ অংশ নেন আগামী নির্বাচনে সমাবেশে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ফখরুল ইসলাম বলেন, "বিএনপির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তরুণ প্রজন্মের হাতেই। আমাদের নেতা তারেক রহমান যুব সমাজের হাত ধরে নতুন রাজনীতির ধারা তৈরি করছেন। যারা চাঁদাবাজি বা দখলবাজির রাজনীতি করবে, তারা বিএনপির পতাকা বহনের যোগ্য নয়।" তিনি আরো বলেন, কোম্পানীগঞ্জে আর কাদের মির্জার মতো সন্ত্রাসীর জন্ম হবে না। চাঁদাবাজ, দখলবাজ, অনিয়মকারী–যে-ই হোক, জনগণই তাদের আইনের হাতে সোপর্দ করবে।"দুপুরের র‍্যালি: "নোয়াখালী বিভাগ চাই" স্লোগানে জনতার ঢল,তারুণ্যের সমাবেশ শেষে ফখরুল ইসলামের নেতৃত্বে শুরু হয় এক বিশাল র‍্যালি। ফখরুল টাওয়ার থেকে র‍্যালিটি বের হয়ে বসুরহাটের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। "নোয়াখালী বিভাগ চাই" শ্লোগানে মুখর ছিল পুরো এলাকা।নেতাকর্মীদের হাতে ছিল ব্যানার ও পোস্টার–লেখা, "নোয়াখালী প্রাণের দাবি, নোয়াখালী বিভাগ চাই, দিতে হবে শ্লোগানে মুখরিত ছিল, বসুরহাট পৌরসভা" এ সময় জনাব আলহাজ্ব ফখরুল ইসলাম বলেন,নোয়াখালী একটি ঐতিহাসিক জনপদ, এই জেলার অবদান অনস্বীকার্য। এখানে রেমিট্যান্স আসে, কৃষি উৎপাদন হয়, বাণিজ্য চলে–তবু নোয়াখালী বিভাগ হয় না কেন? আমি প্রধান উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি–এই দাবিতে কোনো রকম চাতুরী চলবে না। তিনি বক্তব্য শেষ করেন। রেলীর পরে জেলা মহিলা দলের নেত্রী ভিপি শাজনাজ পারভীন ও নোয়াখালী বিভাগের দাবিতে বক্তব্য দেন। র‍্যালি শেষে জুমার নামাজ পরবর্তী সময়ে ফখরুল ইসলাম নিজ খরচে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের জন্য বিরিয়ানির ভোজনের আয়োজন করেন, যেখানে অংশ নেন প্রায় ৫০০ কর্মী ও সমর্থক। বিকেলের কৃষক দলের মতবিনিময় সভা ফখরুল টাওয়ারে অনুষ্ঠীত হয়, প্রধান অতিথি ছিলেন ফখরুল ইসলাম, তিনি বক্তব্য দেন , কৃষকদের সাথে মত বিনিময় করেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা শাখার মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আহ্বায়ক, তাজুল ইসলাম চৌধুরী স্বপন, সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব আবুল বাসার।প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফখরুল ইসলাম বলেন,কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে। অথচ আজ কৃষকরা সার, বীজ, কীটনাশক পাচ্ছে না। সরকারি কৃষি সামগ্রী প্রকৃত কৃষকের হাতে না গিয়ে কোথায় যায়, কারা ভাগাভাগি করে খায়–তাদের চিহ্নিত করে আইনের হাতে দিন, অথবা রশি দিয়ে বেঁধে আমাকে খবর দিন।"তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন,আমি এমপি নির্বাচিত হলে নোয়াখালী-৫ আসনকে উন্নত কৃষি অঞ্চলে রূপান্তরিত করব। কৃষকের পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতে কাজ করব।" সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন নোয়াখালী জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ভিপি শাহানাজ পারভীন, উপজেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আফতাব আহমেদ বাচ্চু, এবং কৃষক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।দিনব্যাপী একতার উৎসবদিনব্যাপী তিনটি অনুষ্ঠানে উপজেলা যুবদল, কৃষক দল, স্বেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলসহ বিএনপির শতাধিক নেতা-কর্মীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।ব্যানারপোস্টারে ভরে উঠেছিল বসুরহাটের চারপাশ, যেন এক উৎসবমুখর মিলনমেলা।কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার বিএনপি নেতা, চরপার্বতী একরামুল হক মিলন মেম্বার বলেন,আজকের এই দিনটা ছিল দলের ঐক্য, তারুণ্যের উচ্ছ্বাস আর কৃষকের প্রেরণায় ভরা এক ইতিহাস।"নোয়াখালী বিভাগ চাই, রেলীর অংশগ্রহন,কোটি জনতার প্রানের শতভাগ দাবী।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

হাফেজ মাওলানা নজরুল ইসলাম
কামিল (মাস্টার্স) ইসলামিক এরাবিক ইউনিভার্সিটি।
খতিব: মৌলভী জিয়াউদ্দিন সাহেব জামে-মসজিদ।

ভূমিকাঃ
মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। শুধু ইবাদত-বন্দেগী নয়, বরং রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, আইন–সব ক্ষেত্রেই ইসলামের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। তাই একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো সেই ব্যবস্থার বাস্তব রূপ, যেখানে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সমাজ পরিচালিত হয়।
ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থঃ "ইসলামী রাষ্ট্র" বলতে এমন একটি রাষ্ট্রকে বোঝায়, যেখানে আল্লাহর আইন (শরিয়াহ) সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব রাখে। সেখানে মানুষের তৈরি আইন নয়, বরং কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর নির্দেশই রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি।
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্বঃ
১. আল্লাহর নির্দেশ পালন কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন–
"আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, তারা কাফের।" (সূরা মায়িদা: ৪৪)
এই আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন করা প্রতিটি মুসলিম সমাজের জন্য অপরিহার্য। ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।
২. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাঃ
ইসলাম ন্যায়বিচারের ধর্ম। কুরআনে বলা হয়েছে–
"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দেন ন্যায়বিচার করতে এবং সৎ কাজ করতে।" (সূরা নাহল: ৯০)
একটি ইসলামী রাষ্ট্রই পারে সমাজে প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে, যেখানে ধনী-গরিব, শাসক-প্রজার মধ্যে সমতা রক্ষা করা হয়।
৩. মানবতার নিরাপত্তাঃ নবী করিম (সা.) বলেছেন– "শাসক হচ্ছে একজন রাখাল, এবং সে তার প্রজাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।" (বুখারী ও মুসলিম) ইসলামী রাষ্ট্র মানুষকে শুধু রাজনৈতিক নিরাপত্তাই দেয় না, বরং ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও নিশ্চিত করে।
৪.পাপাচার থেকে সমাজকে রক্ষাঃ ইসলামী রাষ্ট্র কুরআনের আইন অনুযায়ী পাপ ও অন্যায়ের শাস্তি প্রদান করে, ফলে সমাজে অন্যায়, জুলুম ও অশান্তি হ্রাস পায়।
৫. মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বঃ ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক। নবী (সা.) বলেছেন– "মুমিনরা এক দেহের ন্যায়; এক অঙ্গ ব্যথিত হলে পুরো দেহই কষ্ট পায়।" (বুখারী) একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র এই ঐক্যকে বাস্তবে পরিণত করতে পারে।
নবীজির (সা.) উদাহরণ
নবী মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন কীভাবে কুরআনের বিধান অনুযায়ী সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও ন্যায়বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। তাঁর রাষ্ট্র ছিল শান্তি, ন্যায়, এবং মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত।
উপসংহারঃ
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কেবল রাজনৈতিক লক্ষ্য নয়, বরং এটি আল্লাহর বিধান পালনের একটি ফরজ দায়িত্ব। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত রাষ্ট্রই পারে মানবতার কল্যাণ, শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে। তাই আমাদের উচিত–ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা, যা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করবে।

মোহাম্মদ নগরের প্রেরনার নাম

আলহাজ্ব আব্দুস সাওার

নব জ্যোতি ডেস্ক:
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সিরাজপুর ইউনিয়নের এক প্রেরণাদায়ী নাম– আলহাজ্ব আব্দুস সাওয়ার। ১৯৭৯ সালে মোহাম্মদনগর গ্রামে এক শিক্ষিত ও সম্মানিত পরিবারে জন্ম তাঁর। পিতা ওয়াজি উল্লাহ মিয়া ও মাতা দেল আফরোজা বেগমের স্নেহমাখা পরশে বেড়ে ওঠা এই মানুষটি ছোটবেলা থেকেই নেতৃত্বগুণে ছিলেন আলাদা। কৈশোরে ছাত্ররাজনীতির অঙ্গনে পদার্পণই ছিল তাঁর জীবনের মোড় ঘোরানো মুহূর্ত। ১৯৯০ সালে রাজনৈতিক জীবন শুরু করে দ্রুতই তিনি হয়ে ওঠেন এলাকার তরুণদের প্রেরণা। মানিকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে নেতৃত্ব শুধু পদ নয়, এটি একটি দায়িত্ব ও অঙ্গীকার। পরবর্তীতে ইউনিয়ন ছাত্রদলের দায়িত্ব এবং কোম্পানীগঞ্জ সরকারি কলেজের ক্যাম্পাস সভাপতি হিসেবে তিনি তরুণদের সংগঠিত করেছেন দেশপ্রেম ও গণতান্ত্রিক চেতনায়। রাজনীতির পাশাপাশি ব্যবসায়েও তিনি দেখিয়েছেন দক্ষতার পরিচয়। তাঁর স্বত্বাধীন আফরোজা ব্রিক ফিল্ড আজ স্থানীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে তিনি শুধু উদ্যোক্তা নন, সমাজের প্রকৃত দায়িত্বশীল নাগরিকও বটে। বর্তমানে আলহাজ্ব আব্দুস সাওার সিরাজপুর ইউনিয়ন বিএনপির কোষাধ্যক্ষ এবং কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে। তাঁর নেতৃত্বে এলাকার রাজনীতি পাচ্ছে নতুন গতি, নতুন দিশা। রাজনীতি, সমাজসেবা ও ব্যবসায় সমানভাবে সফল এই মানুষটি আজ তরুণ প্রজন্মের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আলহাজ্ব আব্দুস সাওয়ার– নামটি শুধু একজন ব্যক্তির নয়, এটি এক প্রজন্মের সংগ্রাম, বিশ্বাস ও নেতৃত্বের প্রতীক।

এগিয়ে যাক সুন্দরের পথে

তরুণ নেতা আবুল হাসনাত রাজু

নব জ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক :
চরপার্বতীর তরুণ সমাজে এক উদীয়মান নেতৃত্বের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছেন আবুল হাসনাত রাজু। নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ২নং চরপার্বতী ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের এই তরুণ আজ পরিচিত এক প্রেরণার নাম। তিনি রাজনীতি, সমাজসেবা, খেলাধুলা ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে সমানভাবে সক্রিয় থেকে গড়ে তুলেছেন এক সুনাম ও সম্মান। রাজু ছোটবেলা থেকেই নেতৃত্বের গুণে অনন্য। বিদ্যালয় জীবন থেকেই তিনি সক্রিয় ছিলেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমে। ২০২১ সালে চরপার্বতী এসসি উচ্চ বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট কেবিনেটের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা ও নেতৃত্বের চর্চা ছড়িয়ে দেন। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্যালয়ে আয়োজন হয় সাহিত্যসভা, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠান, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন উদ্যম জাগায়। এরপর তিনি স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনেও নিজের অবস্থান দৃঢ় করেন। ছিলেন ছাত্রদলের ৭নং ওয়ার্ড শাখার সাবেক সভাপতি, যেখানে তিনি তরুণদের অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা রাখেন। রাজুর রাজনীতি দলে নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর রাজনীতি– যা অন্যদের কাছে তাঁকে করেছে আলাদা ও প্রিয়।বর্তমানে তিনি একাধিক সংগঠনের দায়িত্বে আছেন। বন্ধু মহল স্পোর্টিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক, মৌলভীবাজার স্পোর্টিং ক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, এবং শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাঁর সংগঠনিক দক্ষতা ও কর্মপ্রচেষ্টা প্রশংসিত। বিশেষ করে বন্ধু মহল স্পোর্টিং ক্লাবের মাধ্যমে তিনি সমাজসেবায় নতুন মাত্রা এনেছেন– দরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তা, অন্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়ানো, এবং খেলাধুলার মাধ্যমে তরুণদের একত্রিত করা তাঁর মূল লক্ষ্য।

নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনের সংগ্রাম ও বাস্তবতা

সমাজের প্রতিটি স্তরে ধনী শ্রেণিরা যেমন জাঁকজমক, তেমনি নিম্নবিত্তের বঞ্চনা। কিন্তু এই দুইয়ের মাঝামাঝি যে শ্রেণিটি আছে, তারা হলো নিম্ন মধ্যবিত্ত–যারা না গরিব, না ধনী; অথচ সমাজে টিকে থাকার লড়াইয়ে প্রতিনিয়ত সংগ্রামী। তাদের জীবনের কষ্ট, ত্যাগ আর আত্মমর্যাদা রক্ষার লড়াই সমাজের এক নিঃশব্দ অধ্যায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর জীবনযাপন সাধারণত সীমিত আয়ের ওপর নির্ভরশীল। একজন সরকারি নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা, স্কুল শিক্ষক, দোকান কর্মচারী, ছোট ব্যবসায়ী কিংবা দিনমজুর শ্রেণির অনেকে এই শ্রেণিতে পড়ে। মাসের শুরুতে যখন বেতন হাতে পান, তখন মনে হয় যেন সবকিছু সামলে নেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু ভাড়া, বাজার, বাচ্চার পড়ালেখা, ওষুধ, বিদ্যুৎ বিল–সব খরচ মেটাতে মেটাতে মাসের মাঝামাঝি আসতেই তাদের মুখে পড়ে চিন্তার রেখা। তবুও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষদের এক বিশেষ গুণ হলো আত্মসম্মানবোধ। তারা কখনো সমাজে হাত পেতে কিছু নিতে চায় না। বরং স্বল্প আয়েও মর্যাদা রক্ষা করে বাঁচতে চায়। সন্তানদের ভালো মানুষ বানানোর স্বপ্নে তারা নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেয়। একটি ভালো স্কুলে ভর্তি করাতে কিংবা একটি মোবাইল ফোন কিনে দিতে তারা হয়তো অনেক কিছুতেই নিজেদের চাওয়া-পাওয়া ত্যাগ করে। অর্থনৈতিক সংকট তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও তারা স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে না। প্রতিদিনের জীবনের ক্লান্তি, বাসা ভাড়ার ঝামেলা, বাজারে মূল্যবৃদ্ধির চাপ–সবকিছুর মাঝেও তারা আশার আলো খোঁজে। সমাজে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে তারা সততা, পরিশ্রম আর ধৈর্যকে হাতিয়ার বানায়। নিম্ন মধ্যবিত্তের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সামাজিক মর্যাদা রক্ষা। তারা গরিব নয়, তাই সহানুভূতির পাত্রও নয়; আবার ধনী নয়, তাই তাদের দিকে কেউ হাত বাড়ায় না। এই "মাঝের অবস্থান"ই তাদের জীবনের মূল বেদনাবিন্দু। অনেক সময় তারা হাসি মুখে কষ্ট লুকিয়ে রাখে, যাতে সন্তানদের মনে কোনো ভয় না জন্মায়। বর্তমান সময়ের মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষার খরচ ও চিকিৎসা ব্যয়ের ভার তাদের জীবনে বাড়তি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও তারা সমাজের সবচেয়ে সৎ, দায়িত্বশীল ও পরিশ্রমী শ্রেণি হিসেবে পরিচিত। তারা সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করে, কারণ তাদের দ্বারাই শহর ও গ্রামের অর্থনীতি সচল থাকে। সবশেষে বলা যায়, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি হলো আমাদের সমাজের অদৃশ্য নায়ক। তারা সমাজের চাকা ঘুরিয়ে রাখে নিঃস্বার্থভাবে, কোনো স্বীকৃতি ছাড়াই। তাদের জীবনের প্রতিটি দিন এক একটি অধ্যায়, যেখানে ত্যাগ, সংগ্রাম ও স্বপ্ন একসাথে বোনা থাকে। সমাজের উন্নয়নের পথে এই শ্রেণির জীবনমান উন্নয়নে রাষ্ট্র ও সমাজের সবারই দায়িত্ব নেওয়া প্রয়োজন।

সাইফুল ইসলাম
বি,এস,এস
চরপার্বতী, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

নব প্রজন্মের আলোর যাত্রা–চৌধুরীহাট ডিগ্রি কলেজে নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক উৎসব

নব জ্যোতি ডেস্ক রিপোর্ট :
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চৌধুরীহাট ডিগ্রি কলেজ প্রাঙ্গণে ১২ অক্টোবর ২০২৫ ইং রোজ রোববার সকাল থেকেই মুখরিত ছিল উৎসবের রঙে। কচি নবীন মুখের হাসি, প্রবীণদের স্নেহ, শিক্ষকদের শুভাশীষ আর অতিথিদের প্রেরণায় ক্যাম্পাসটি যেন হয়ে ওঠে জ্ঞানের, সংস্কৃতির ও মানবিকতার মিলনমেলা।সকাল ১১টায় শুরু হওয়া নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কলেজ অডিটোরিয়াম পরিণত হয় আনন্দ ও প্রত্যয়ের উজ্জ্বল আসরে। বেলুন, ফুল, ব্যানারে সজ্জিত মঞ্চে সারিবদ্ধভাবে বসেছিলেন অতিথিবৃন্দ, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা। নবীন শিক্ষার্থীদের চোখে মুখে ঝিলিক দিচ্ছিল নতুন জীবনের আশাবাদ– উচ্চশিক্ষার পথে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প।অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কলেজ কমিটির সভাপতি ও নোয়াখালী বারের সাবেক সভাপতি এডভোকেট আজম খান, যিনি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কলেজের প্রফেসর সাইফুল্লাহ সোহাগ, যিনি তাঁর প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানকে ধারাবাহিক ও প্রাণচঞ্চল করে তোলেন।প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালী জেলা বিএনপির সদস্য সচিব ও নোয়াখালী পৌরসভার সাবেক মেয়র হারুনুর রশীদ আজাদ। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন–"শিক্ষা শুধু চাকরির সুযোগ তৈরি করার মাধ্যম নয়, বরং এটি মানুষ গড়ার এক অবিনশ্বর শক্তি। আমরা যদি নৈতিক ও মানবিক শিক্ষায় ফিরে যেতে পারি, তাহলে এই সমাজ আলোকিত হবে। আজকের নবীন শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের বাংলাদেশকে গড়বে। তাই তাদের সৎ, আদর্শবান ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের দায়িত্ব।"প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য

রাখেন নোয়াখালী জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর ইসহাক খন্দকার। তিনি বলেন–"বর্তমান সমাজে শিক্ষিত মানুষের অভাব নেই, কিন্তু নৈতিক শিক্ষার অভাব প্রকট। যারা আজ দুর্নীতিতে জড়িত, অনেকেই উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু নৈতিকতায় দেউলিয়া। আমাদের নবীন প্রজন্মকে কোরআন-সুন্নাহর আলোয় জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মানবিক গুণে সমৃদ্ধ হতে হবে।"অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নোয়াখালী-৫ আসনের জামায়াতে ইসলামীর এমপি প্রার্থী অধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেন, নোয়াখালী জেলার সাবেক সাব-রেজিস্ট্রার ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোঃ ইয়াকুব, নোয়াখালী জেলা বিএনপির সদস্য নুরুল আলম শিকদার, চৌধুরীহাট ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ শেখ সাদি, বসুরহাট পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক আবদুল মতিন লিটন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মাহমুদুর রহমান রিপন, বসুরহাট পৌর জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মোশাররফ হোসাইন, বিএনপি নেতা মমিনুল হক, চরপার্বতী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী হানিফ আনসারী, ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম, এডভোকেট কাওছার ইমাম, আলাউদ্দিন ভূঞা, ও কবির আহমদ মেম্বার প্রমুখ।নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল ও শুভেচ্ছায় বরণ করা হয়। অনুষ্ঠানস্থল জুড়ে বাজতে থাকে উৎসবের সুর, নবীনদের মুখে হাসি, আর প্রবীণদের চোখে গর্বের দীপ্তি। কলেজের সাংস্কৃতিক সংগঠনের আয়োজনে পরিবেশিত হয় মনোমুগ্ধকর সংগীত পরিবেশন করেন গায়কেরা। অনুষ্ঠানের প্রতিটি পরিবেশনা যেন তরুণদের প্রতিভা, প্রাণশক্তি ও দেশপ্রেমের এক অনবদ্য প্রকাশ।কলেজের অধ্যক্ষ শেখ সাদি তাঁর বক্তব্যে আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন–"২৬ বছর আগে যারা এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় নিজেদের শ্রম, মেধা ও ত্যাগ উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ আমাদের মাঝে নেই। আমরা তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। তাঁদের পরিশ্রম ও স্বপ্নই আজকের এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি। আমাদের দায়িত্ব এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে শুধু জ্ঞানের আলোয় নয়, চরিত্র ও মানবিকতার আলোয় আলোকিত রাখা।" বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে আরও বলেন, সমাজে শিক্ষার বিস্তার ঘটলেও নৈতিক অবক্ষয় বেড়ে চলেছে। নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ছাড়া শিক্ষার কোনো মূল্য নেই। একজন শিক্ষকের একনিষ্ঠ পাঠদান, অভিভাবকের দায়িত্বশীল দিকনির্দেশনা এবং শিক্ষার্থীর অধ্যবসায়– এই তিনটি উপাদানই পারে একটি জাতিকে সমৃদ্ধ করতে।অনুষ্ঠানে বক্তারা আরও বলেন, শিক্ষা হলো মানুষের আত্মার উন্নয়ন। যে শিক্ষা মানবতাকে শাণিত করে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাহসী করে তোলে, সেই শিক্ষা অর্জন করাই আজকের চ্যালেঞ্জ।

প্রিয়তমা...
ইদ্রিছ হাছান

নীল আকাশে চাঁদের মতো
জ্বলবে তোমার মুখ,
শ্রাবণ ধারার বৃষ্টির মতো
আসবে নেমে সুখ।
সিঙ্গেল থাকা সময়গুলো
হয়ে যাবে শেষ,
কল্পনারই গল্প হয়ে
থাকবো মোরা বেস।
ফুলের মতো জীবন গড়ার
ধরবো মোরা পথ,
আমি তোমায় ভাবতে থাকি
তুমি হবে সৎ।
নিকষ আধার কাটিয়ে ফের
আসবে নতুন ভোর,
হয়ত তুমি হবে আমার
মনের জগত চোর।
বৈধতারই সনদ নিয়ে
ধরবো দুইয়ে হাত,
জোস্না রাতে ফুলের মতো
কাটবে মোদের রাত।
তুমি যদি হও
আমার কল্পনারই চাঁদ,
ভালো হলে পাবো আমি
প্রণয় প্রেমের স্বাদ।
দুটি মনের মিল থাকলে
থাকবে নাকো বাঁধ,
চরিত্রটা ঠিক থাকলে
গড়বো স্বর্গের ফাঁদ।

আমাদের নোয়াখালী
ইদ্রিছ হাছান
(কবিরহাট-নোয়াখালী)

কি অপরুপ কি চমৎকার
মোদের নোয়াখালী,
কত শহর কত বাজার
কত অলিগলি।
সবুজ শ্যামল হিজল তমাল
মনটা সবার জুড়ায়,
নোয়াখালীর নামটা লেখা
দেশের উঁচু চূড়ায়।
জ্ঞানী গুনী কত মানুষ
আরও কত হবে,
ভবের মাঝে বিস্ময় চোখে
দেখবে তবে সবে।
কত সুন্দর ভাষা মোদের
কতই অপরুপ
নোয়াখালীর কথা শুনে
হয় যে সবাই চুপ।
সাগর পাড়ের জেলা মোদের
ভীষম সাহসী
আল্লাহ দিলে জন্ম নিবে
কত মহীয়সী।
বিশ্ব মাঝে সবার চাই
আমরা দক্ষিণে
রবের কথা বলে সবাই
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

পুষ্পকলি
মামুন নায়েক
(কোম্পানীগঞ্জ নোয়াখালী)

গোলাপ সে রানী তবুও
কারো পাই হেলা,
গাঁদা দেখতে যা হোক
পাওয়া যাই বেলা অবেলা।
হাসনাহেনার রুপে মন
বুনে দারুন স্বপ্ন,
কৃষ্ণচূড়া বেশ সাজায়
পরিবেশ রক্তিম বর্ণ।
বেলি ফুলের তরে
রুপে বাড়ায় গুন,
কদমফুলের ঘ্রাণে মুগ্ধ
করে বর্ষার দিন।
রজনীগন্ধায় সজ্জিত হয়
সভা আলোকিত বাসর,
শেফালি ফুটে জুড়ায় আঁখি
শান্ত হৃদয় মাজার।
জুঁই ফুলের টানে ছুটে
মন দিগন্ত পেরিয়ে,
সূর্যমুখীর কোলাহলে পাড়ি
দেয় সীমান্ত ছাড়িয়ে।
পদ্ম ফুল বাস জলের উপর
শৈবালের সাথে খেলা,
আঁকা বাঁকা বয়ে চলে পথ
ধারে জবা ফুলের মেলা।
এক ফুলের ভিন্ন গুন,
এক মানুষের চরিত্র ভিন্ন
ভালোবাসার বিরহে আমরা
স্বজনের বন্ধন করি ছিন্ন ।

ঝরবেনা আর অশ্রুপাত
মমিনুল পথিক

শস্য শ্যামল বাংলাদেশ চাই শান্তি সুখে থাক ভরে,
ছবির মতোন সাজিয়ে রবে দেখবো সমভাগ করে।
গলায় গলায় থাকবে পিরিত কেউ যেন না বৈরী হয়,
মহৎ কাজের ডাক পড়িলে সবাই যেন তৈরি হয়।

ধর্ম জাতির নাই ভেদাভেদ হিন্দু খ্রিষ্ট মুসলমান,
আপন ধর্ম পালন করুক সেই অধিকার চাই সমান।
দেশের শান্তি রাখার তরে হৃদয় দিয়ে কাজ করি।
বিশ্ব সভায় মান বাড়িয়ে সোনার বাংলার তাজ পরি।

দুর্নীতি আর খুনখারাবি শুণ্য কোটায় যাক নেমে,
মাদক দ্রব্য চোরা চালান চির জীবন থাক থেমে।
বছর বছর আটকে ফাইল বন্ধ করি ঘুষ রীতি,
দেশের সুনাম রাখতে বজায় লালন করি হুঁশ নীতি।

বিবেক দিয়ে বন্ধ করি রডের বদল বাঁশ দেওয়া,
তা না হলে বেড়ে যাবে ক্ষুধার জ্বালায় ফাঁস নেওয়া।
ছাত্র, রোগীর নামে যারা ব্যবসা করে দিনকে দিন,
ভাবতো মনা যাচ্ছে বেড়ে তাদের কাছে ফিনকি ঋণ।
বন্ধ করো খাদ্যে ভেজাল কার্বাইড আর ফরমালিন,

শেষ বিচারের কাঠগড়াতে সবই হবে করমা লীন।
এমন বাংলা চাই যে আমি সবাই খাবে দুগ্ধ ভাত,
প্রাণ ভরিয়ে শ্বাস নিবে আজ ঝরবেনা আর অশ্রুপাত।

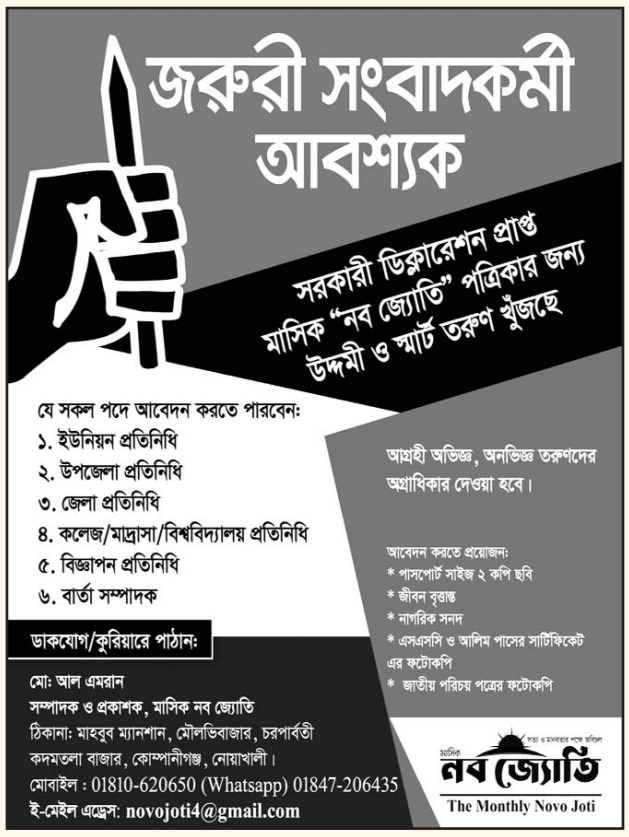

নতুন ভোরের জন্য
শওকত ইমতিয়াজ

আসো আমরা সৌহার্দের হাত ধরি।
যেটুকু আমাদের অমিল
যেটুকু আমাদের ব্যবধান
যেটুকু আমাদের দ্বিমত
সে সব ভুলে গিয়ে আমরা আরেকটু পথ সামনে চলি।
জড়-ঝঞ্জায় পড়ে গেলে ক্ষতি হবে সবার।
যদি ভুলে যাই আমাদের ঐকতা।
যদি ভুলে যাই আমাদের যৌথকষ্ট।
তাহলে সুযোগ নেবে ভারতীয় তাবেদার।
যত কষ্টই হোক ধরো ধৈর্য
যত কষ্টই হোক কর সহ্য।
তবে আমি বলছিনা তোমাকে মেনে নিতে হবে জুলুম।
করবেনা মোটে প্রতিবাদ।
আসলে অঘাত করবেনা প্রত্যাঘাত।
বরং যেটুকু করবে অত্যাচার।
তার বদলা নিতে হবে সমানে সমান।
করা যাবেনা জুলুম
যাবেনা করা বাড়াবাড়ি।
অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের জন্য ধরতে হবে ধৈর্য।
সহ্য করতে হবে বিনয়ের পারাকাষ্ঠায়
আর বিজয়ের জন্য
ক্ষমার মত পরশ দিতে হবে বিলিয়ে।
জয়ী, সেই তো জয়ী
যে জয় করে শত্রুকে
আর আমাদের জন্য সত্যি প্রয়োজন
অনিবার্য আগামীর জন্য ধ্যানমগ্নতা।
আমরা কি অপেক্ষা করিনি বিগত সতের বছর।
আমরা কি করিনি সর্বোচ্চ কুরবানি।
আমরা কি বুকে পাথর বেঁধে কাঁদিনি।
তাহলে এত চ্যুত কেন বন্ধু
পাথরসময় কাটিয়ে কি আমরা কি করতে পারিনা
একটু প্রতীক্ষা?
অসম্ভব বিজয়ের জন্য দিতে পারিনা আরেকটু সময়।
আসুন একটু ভাবি
আর একটু অপেক্ষা করি।

রং ধনু
নাঈম উদ্দিন নিহান
(সপ্তম শ্রেণী চরপার্বতী এসসি উচ্চ বিদ্যালয়)

রং ধনু রং ধনু
উঠে বর্ষাকালে,
রং ধনু উঠে ঐ
বৃষ্টির পরে।
এক নয় দুই নয়
উঠে সাত রং,
একসাথে উঠে তারা
বন্ধুর মতন।
বছর শেষে একবার
উঠে যে তারা ,
মিলেমিশে উঠে
করে রঙ্গবেরঙ্গের খেলা।

কে রে
মাঈন উদ্দিন মুরাদ

গাছের ঢালে ডাকছে কে রে ?
টুনটুনি,
খুকুর হাতে বাজছে কি রে ?
ঝুনঝুনি।

ফুলবাগানে ফুটছে কি রে?
জবার দল,
ফলবাগানে পাঁকছে কি রে?
আতা ফল।

সে ফুলফল নিচ্ছে কে রে?
দুষ্ট হাবু,
জেলে পুরে দিচ্ছে কে রে ?
পুলিশ বাবু।

মানবতার আলো ছড়িয়ে– বন্ধু মহল স্পোর্টিং ক্লাবের মহৎ উদ্যোগ

নব জ্যোতি রিপোর্ট ডেস্ক : নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরপার্বতী এলাকার তরুণদের উদ্যোগে গঠিত বন্ধু মহল স্পোর্টিং ক্লাব আজ সমাজে এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছে। খেলাধুলার পাশাপাশি মানবতার সেবায়ও ক্লাবটি গড়ে তুলছে এক নতুন দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি ক্লাবের উদ্যোগে দরিদ্র ও মৌলবি বাজার ওবায়দিয়া মাদরাসার ১৫০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে পোশাক বিতরণ, করেছে। এছাড়াও অটোরিকশা প্রদান, ঘর নির্মাণসহ একাধিক মানবিক কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে– যা স্থানীয়দের হৃদয় স্পর্শ করেছে।মানবিক এই উদ্যোগের নেতৃত্বে আছেন ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা, আমেরিকা প্রবাসী নুরুল ইসলাম তোহা। তিনি শুধু আর্থিক অনুদানেই নয়, বরং সমাজের দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁর অনুদানে এক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী যুবক সোহেল যিনি চরপার্বতীর ৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং অটোচালক রহমতের পুত্র রাহাত পেয়েছেন একটি নতুন অটোরিকশা, যার মূল্য প্রায় এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা। রাহাতের পরিবারের মুখে আজ হাসি ফুটেছে, জীবনের চাকা যেন নতুন করে ঘুরতে শুরু করেছে।এছাড়াও চরপার্বতী মৌলভীবাজার সংলগ্ন এলাকার দৃষ্টি হারা সোহেল, একই ওয়ার্ডের নুরুল হকের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলে শেখ ফরিদ ও মাহবুবুল হকের মেয়ে জোহরা বেগম– এ তিনজনের জন্য তৈরি করা হয়েছে নতুন ঘর। তিনটি ঘর নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় দশ লাখ টাকা। এই সহায়তা যেন তাঁদের জীবনে আশার আলো এনে দিয়েছে। বৃষ্টি, ঝড় কিংবা শীতের রাতে আর কষ্টে দিন কাটাতে হবে না তাঁদের।ক্লাবের সভাপতি সালাউদ্দিন রাফি, সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসনাত রাজু, এবং কোষাধ্যক্ষ ইব্রাহিম বিন সজিব বলেন–

"বন্ধু মহল স্পোর্টিং ক্লাব শুধু খেলাধুলা নয়, সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায়। আমাদের প্রবাসী উপদেষ্টা নুরুল ইসলাম তোহা ভাইয়ের সহযোগিতায় আমরা মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর চেষ্টা করছি।"ক্লাবটির আরো দুটি ঘর নির্মাণের কাজ চলছে, যা অদূর ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে। এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বন্ধুমহল স্পোর্টিং ক্লাব প্রমাণ করেছে– খেলাধুলার মাঠে যেমন তারা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, তেমনি মানবতার মাঠেও তারা জিতছে মানুষের ভালোবাসা। খেলাধুলায়ও ক্লাবটির রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য। স্থানীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় একবার চ্যাম্পিয়ন ও একবার রানার্সআপ হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। খেলোয়াড়দের নিষ্ঠা, দলগত মনোভাব ও অনুশাসন এই ক্লাবকে এলাকার তরুণদের কাছে অনুপ্রেরণার প্রতীক করে তুলেছে।ক্লাবের সদস্যরা জানান, তারা এখন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের পরিধি আরও বাড়াতে চান। এজন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন ও নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) পাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। নিবন্ধন পেলে ক্লাবটি আরও সংগঠিতভাবে সমাজ উন্নয়ন, শিক্ষা সহায়তা, চিকিৎসা সেবা ও দরিদ্র মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবে।

প্রধান উপদেষ্টা নুরুল ইসলাম তোহা যুক্তরাষ্ট্রে থেকেও নিয়মিতভাবে ক্লাবের কার্যক্রমের খবর রাখেন। তিনি বলেন–"আমি জন্মভূমিকে ভুলিনি। আমার স্বপ্ন– বন্ধু মহল স্পোর্টিং ক্লাব একদিন সমাজ পরিবর্তনের আলোকবর্তিকা হবে। যারা কষ্টে আছে, তাদের পাশে দাঁড়ানোই সবচেয়ে বড় কাজ। এই উদ্যোগ চলমান থাকবে।"এই ক্লাবের তরুণ সদস্যরা দিন-রাত পরিশ্রম করে চলেছেন। তারা দরিদ্র পরিবারের ঘরে ঘরে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন কে বিপদে, কে সাহায্য চায়। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করছেন, আবার সমাজের সামর্থ্যবানদের কাছেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এলাকার মানুষজন বলেন, এই ক্লাবের কর্মকাণ্ড তাঁদের জীবনে আশার আলো জ্বালিয়েছে। অন্ধ সোহেল বলেন–"আগে ঘর ছিল না, এখন তোহা ভাই ঘর বানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ উনাকে ভালো রাখুক।" মানবতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজ অনেক তরুণের মনে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে। খেলাধুলা থেকে শুরু করে সামাজিক সেবায় নিজেদের সম্পৃক্ত করা– এটি এক নতুন ধারা, এক নতুন চিন্তা।বন্ধু মহল স্পোর্টিং ক্লাব প্রমাণ করেছে, সামান্য চেষ্টাও যদি সৎ উদ্দেশ্যে হয়, তবে তা সমাজে বিশাল পরিবর্তন আনতে পারে। তাদের কর্মকাণ্ডে ফুটে উঠছে এক আলোকিত প্রজন্মের প্রতিচ্ছবি– যারা সমাজে মানবতার মশাল জ্বালাতে চায়।শেষে ক্লাবের সভাপতি সালাউদ্দিন রাফি বলেন–"আমরা বিশ্বাস করি, প্রকৃত বিজয় ট্রফিতে নয়, মানুষের দোয়ায়। আমাদের লক্ষ্য– খেলাধুলার সঙ্গে মানবতার জয়।"চরপার্বতীর আকাশে তাই আজ ধ্বনিত হচ্ছে একটাই বার্তা–"খেলায় শৃঙ্খলা, সেবায় মানবতা– এটাই বন্ধু মহল স্পোর্টিং ক্লাবের বর্তমান অঙ্গীকার।"

বন্ধু সম্পর্কে গাণিতিক বা জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানো সম্ভব নয়। জীবনের অনেক না বলা কথা বলা যায় যার বা যাদের সাথে তারাই বন্ধু। নিজেকে হালকা করা যায় দুঃখ থেকে, আনন্দ ভাগাভাগি করা যায় এমন মানুষই হতে পারে ভাল বন্ধু। পথ যতই বন্ধুর হোক, মানুষ চায় সে পথে বন্ধু বাড়িয়ে দেবে তার বিশ্বস্ত হাত। মূলতঃ নিঃস্বার্থ ও নির্মল পারস্পরিক সম্পর্কের নামই বন্ধুত। বন্ধু হল এমন প্রিয়জন যে পরস্পরকে আত্মার আত্মীয় হিসেবে গ্রহণ করে, বিশ্বাস করে গভীরভাবে এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ অনুভব করে।যার বন্ধু আছে সে কখনো নিঃসঙ্গ থাকে না।

বন্ধু আছে পরিবারে, ক্যাম্পাসে, অফিসে, ফেসবুকে, ইন্টারনেটে সীমানা ছাড়িয়ে দূর-দেশান্তরে।তাই বলা হয় বন্ধুর বাড়ির দূরত্ব বেশি হয় না। ভাল বন্ধুর পরামর্শ, সান্নিধ্য, সহযোগিতা সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগায়। নিজেকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। মা বাবা যেমন সন্তানের ভাল বন্ধু হতে পারেন, তেমনি স্বামী হতে পারে স্ত্রীর প্রকৃত বন্ধু। শিক্ষকও হতে পারেন ছাত্রদের ভাল বন্ধু । দু'জন বন্ধু অকপটে মনের কথা খুলে বলবে, পরস্পর এক অপরের অনুভূতি বুঝবে। একপেশে হলে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না।

তেমনি এ কারণে অনেক সময় সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্কও ভেঙ্গে যায়। যদি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কথা বা কাজে আপনি কষ্ট পান তাহলে আপনি তাকে বলুন,''বন্ধু তোমার ঐ কথায় আমি কষ্ট পেয়েছি।'' দেখবেন আপনার বন্ধু ভুল স্বীকার করে আপনাকে আবার কাছে টেনে নেবে, যদি সে সত্যিকারের বন্ধু হয়।

হয়তো রাগের মাথায় বন্ধুকে এমন কথা বলেছেন, যেটা বলা আপনার উচিৎ হয়নি। পরে আপনার ভুল বুঝতে পেরেছেন। ঝড়ৎু বলুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। ইমারসনের মতে, একজন বন্ধু খুঁজে পাওয়ার জন্য নিজেকে একজন ভাল বন্ধু হতে হয়''। অন্যদিকে খারাপ বন্ধু বিপদে ফেলে দেয়, এমনকি জীবনকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে পারে। ভবিষ্যতে এমন বন্ধুর সাথে পথ না চলাই মঙ্গলজনক।

এমন বন্ধুত্ব নয় যা '' বন্ধু ও ভল্লুক'' এর গল্পে পাওয়া যায়। স্বার্থপর নয়, হতে হবে প্রকৃত বন্ধু।

শত্রুতা ভুলে ডেকে নিবে কাছে। অভিমান নয়, মানুষের মধ্যে গড়ে উঠবে নিটোল নিঃস্বার্থ সম্পর্ক। যে কোন উৎসব ও আনন্দঘন দিবসে এক বন্ধু অপর বন্ধুকে জানাবে অফুরন্ত শুভেচ্ছা- সবার প্রতি এমনটাই প্রত্যাশা।

লেখক : মোজাম্মেল হক স্বপন
সিনিয়র শিক্ষক (গণিত)
বসুরহাট ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা

নোয়াখালীর আলোচিত আসন-৫

দুঃসময়ে,নীরবে-নিভৃতে,নেতাকর্মীদের পাশে থেকেছেন, অসহায়দের সহায়তা করেছেন, আর উন্নয়ন ও মানবতার কাজে রেখেছেন দৃশ্যমান ভূমিকা। মনোনয়ন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জের রাজনীতিতে যেন বইতে শুরু করেছে নির্বাচনের উৎসবের হাওয়া। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে শত শত নেতাকর্মী ও সমর্থক অভিনন্দন জানাচ্ছেন এই প্রার্থীকে। বিভিন্ন পোস্টে তাঁরা লিখেছেন, 'যোগ্য নেতৃত্বের জয় হোক', 'দল পেলো একজন সাহসী সৈনিক'-এমন মন্তব্যে ভরে উঠেছে স্থানীয় ফেসবুক পেজ ও গ্রুপগুলো। গত কয়েক মাসে আলহাজ্ব ফখরুল ইসলাম নিজেকে একজন সক্রিয় ও জনগণের সঙ্গে মিশে থাকা প্রার্থী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি নোয়াখালী বিভাগ বাস্তবায়ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তরুণদের সঙ্গে ধারাবাহিক মতবিনিময় সভা আয়োজন করেছেন, এবং চরহাজারী, চরপার্বতী ও সিরাজপুর ইউনিয়নে নারী সমাবেশে অংশ নিয়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন। স্থানীয় ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যক্তিত্বদেরও তিনি পাশে পেয়েছেন-ইমাম, খতিব ও শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে সমাজের নৈতিক পুনর্জাগরণের বার্তা দিয়েছেন।

শুধু রাজনীতি নয়, মানবসেবাতেও তিনি অনন্য উদাহরণ স্থাপন করেছেন। সম্প্রতি তিনি ৫০০ জনের বেশি অসহায় মানুষকে উপহার সামগ্রী প্রদান করেছেন, এবং শারদীয় দুর্গাপূজায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মণ্ডপগুলো ঘুরে দেখেন, অনুদান দেন-যা সামাজিক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে আলোচিত হয়েছে।স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা বলছেন, আলহাজ্ব ফখরুল ইসলাম দলের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী, যিনি অতীতে মামলায়-হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত নেতা-কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সহায়তা করেছেন। তাঁদের ভাষায়, "উনি যোগ্য, পরিশ্রমী এবং দলের প্রতি নিবেদিত-উনি পারলে জনগণের আস্থা ফিরবে।" তবে এই আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে অতীতে আলোচনায় ছিলেন আরও বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা-কেন্দ্রীয় নেতা বজলুল করিম চৌধুরীর আবেদ, প্রয়াত ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের সহধর্মিণী হাসনা জসিম মওদুদ, জেদ্দা বিএনপি নেতা কিসমত উল্লাহ সিআইপি, সাবেক ছাত্রনেতা নুরুল আফসার বাহাদুর, আইনজীবী পারভীন কাউসার মুন্নী ও নোয়াখালী বিএনপি নেতা গোলাম হায়দার বিএসসি। ফলে কে হবেন এই আসনের কান্ডারী-এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই জেলাজুড়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছিল। তবে শেষ পর্যন্ত দলের মনোনয়ন যখন ফখরুল ইসলামের হাতে এলো, তখন ভেদাভেদ ভুলে নেতাকর্মীরা এক কণ্ঠে বলেন, "দল যাকে মনোনয়ন দিয়েছে, আমরা তাঁর পাশে - ঐক্যবদ্ধ বিএনপি আবার মাঠে ফিরবে।" এই মনোনয়ন কেবল একজন প্রার্থীর নয়, বরং একটি নতুন প্রত্যাশার প্রতীক-নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ মাঠে বিএনপির নতুন প্রেরণা, নতুন জাগরণ।

এইচএসসি ও সমমানের

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খন্দকার এহসানুল কবির সাংবাদিক সম্মেলনে ফলাফল ঘোষণা করেন। দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার মোট ১২ লাখ ৫১ হাজার ১১১ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ৬ লাখ ১৮ হাজার ১৫ জন পুরুষ ও ৬ লাখ ৩৩ হাজার ৯৬ জন নারী শিক্ষার্থী। সারা দেশে ২ হাজার ৭৯৭টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তবে প্রায় ২৭ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়নি।

শিক্ষা বোর্ডভিত্তিক পাসের হার:
ঢাকা বোর্ড: ৬৪.৬২%
রাজশাহী বোর্ড: ৫৯.৪০%
কুমিল্লা বোর্ড: ৪৮.৮৬%
যশোর বোর্ড: ৫০.২০%
চট্টগ্রাম বোর্ড: ৫২.৫৭%বরিশাল বোর্ড: ৬২.৫৭%সিলেট বোর্ড: ৫১.৮৬%
দিনাজপুর বোর্ড: ৫৭.৪৯%
ময়মনসিংহ বোর্ড: ৫১.৫৪%

অন্যদিকে, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৭৫.৬১ শতাংশ এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে ৬২.৫৭ শতাংশ।

শিক্ষাবিদদের মতে, করোনোত্তর শিক্ষার ঘাটতি, পাঠ্যসূচি পরিবর্তন ও পরীক্ষার কাঠামোর পার্থক্যের কারণে এবারের ফলাফলে পাসের হার ও জিপিএ-৫ কমে যাওয়া স্বাভাবিক প্রবণতা।

উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীরা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট ও এসএমএসের মাধ্যমে ফলাফল জানতে পারছেন।

গণভোট বিতর্কে নতুন

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকায় এর আগে গণভোট আয়োজনের সময় ও আর্থিক সুযোগ নেই। তাই একই দিনে, একই ব্যয়ে নির্বাচন ও গণভোট আয়োজন করাই যুক্তিসঙ্গত হবে।ফখরুল অভিযোগ করেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবগুলো একপেশে এবং জবরদস্তিমূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, যা জাতিকে ঐক্যের বদলে বিভক্ত করবে।তিনি আরও বলেন, সংস্কার কমিশনের আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত উপেক্ষা করে প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী।বিএনপি মহাসচিব জানান, বিএনপির ৩১ দফা, ২৭ দফা ও ভিশন২০৩০-এ রাষ্ট্র কাঠামোর গণতান্ত্রিক সংস্কারের রূপরেখা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বিএনপির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রতিষ্ঠা করা।সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, সালাহউদ্দিন আহমেদ, বেগম সেলিমা রহমান ও মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

কোম্পানীগঞ্জে পল্লী বিদ্যুতের

কাম্য নয়। এদের সেবার নামে বিদ্যুৎ বিলের অসামঞ্জস্যতা, বিলের কাগজে পল্লী বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ভাবে টাকা কর্তন, গ্রাহক হয়রানি, সেবা নয়, শুধু লাভ করা ব্যবসা পলিসি নীতি গ্রহন, জনতাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এক কথায় পল্লী বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠানের নিকট কোম্পানীগঞ্জবাসী কি জিম্মি? কোম্পানীগঞ্জ বাসীর প্রানের দাবী বিষয়টি সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমাধানের জন্য হস্তক্ষেপ কামনা করছে কোম্পানীগঞ্জের জনসাধারণ।

২৮ শে অক্টোবরের হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে

সম্পন্ন করতে হবে। নির্দেশদাতা ও পরিকল্পনাকারীদেরও কঠিন বিচারের আওতায় আনতে হবে।"

বক্তারা আরও বলেন, জামায়াতে ইসলামী সবসময় ন্যায় ও সত্যের পক্ষে থেকেছে, ভবিষ্যতেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন অব্যাহত রাখবে।

নাজিমিয়া দরবার শরিফ

পথ। পুকুরের পূর্ব পাশে আজও তাঁর মাজার শরিফ দাঁড়িয়ে আছে অনন্ত শান্তির প্রতীক হয়ে। চারপাশে জিকিরের ধ্বনি, মোমবাতির আলো, সুবাসিত আতরের গন্ধ আর ভক্তদের চোখের অশ্রু যেন এক অবিরাম আত্মসমর্পণের ধারা।আস্তানার উত্তরাধিকার হাফেজ নাজিম উদ্দিন শাহ,এই দরবারের বর্তমান পীর হাফেজ মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন শাহ, যিনি পীরে মোকাম্মেল হিসেবে পরিচিত। তাঁর নেতৃত্বে আজও দরবার শরিফের আধ্যাত্মিক ধারা জীবন্ত। তাঁর মাঝে দেখা যায় এক আশ্চর্য মিশ্রণ পীরের সৌম্যতা, শিক্ষকের মমতা, আর দার্শনিকের গভীরতা। এই আস্তানাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে নাজিমিয়া মাদরাসা ও এতিমখানা। এখানে এলাকার গরিব, অসহায় ও এতিম শিশুদের বিনা পয়সায় পড়াশোনা করানো হয়। তাদের আহার, পোশাক, ও থাকার সমস্ত ব্যবস্থা দরবারের উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এটি শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এক আত্মিক শিক্ষালয়, যেখানে হৃদয় শুদ্ধ করার পাঠ চলে কোরআনের আলোয়।দান ও দরবারের ঐতিহ্য নাজিমিয়া দরবারে প্রতিদিনই কোনো না কোনোভাবে মেহমান আসে। কেউ আসে কষ্ট নিয়ে, কেউ আশায়, কেউবা নিভৃতে আল্লাহর জিকিরে মগ্ন হতে। দরবারের ভক্তরা বলেন, এখানে একবার প্রবেশ করলে মন শান্ত হয়ে যায়, বুকের ভার হালকা হয়।প্রতিদিন দরবারে মানুষের আনাগোনা থাকলেও শুক্রবার দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জুমার নামাজের পর মিলাদ ও জিকির মাহফিল হয়, পরে তবারুক বিতরণ করা হয়। স্থানীয় মানুষ থেকে শুরু করে দূর-দূরান্তের মুরিদ ও আশেকানরা ভিড় জমান। আনুমানিক ২০০০ থেকে ২৫০০ জন পুরুষ ও নারী বিভিন্ন এলাকা হতে ও স্থানীয় পর্যায়ে মানুষ জনেরাও তবারুকের খানায় অংশগ্রহন করে। আগন্তুক পুরুষেরা নামাজ, মিলাদ অংশ গ্রহন করে। ভক্তরা বলেন, পীর সাহেবের হেদায়েতি ছবক হয় চার তরিকার চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া। এক ভক্ত বলেন, তরিকত মানে আত্মার পরিশুদ্ধি, আল্লাহর প্রেমে নিমজ্জিত হওয়া। যে অন্তর কলুষমুক্ত, সেই হৃদয়েই আল্লাহর নূর প্রতিফলিত হয়। নির্মলতা ও শুদ্ধতার আদর্শ অনেক দরবারের সঙ্গে তুলনা করলে নাজিমিয়া দরবারে একটি বিশেষ দিক লক্ষ করা যায় এখানে কোনো শিরক, বেদাত বা কুসংস্কারকে স্থান নেই। মাজারে কেউ সিজদা দেয় না, বরং সবাই দোয়া করে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।একজন ভক্ত বলেন,এখানে আমাদের শেখানো হয় আদব, তরিকার কাজ, পীর সাহেব, আল্লাহকে পাবার পথ কোআন ও সুন্নাহর আলোকে শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত, মারফতের পথ দীক্ষা দেন । এই দরবার আমাদের শেখায়,ইমান ও আমলের পথে স্থির থাকা মানবসেবার আধ্যাত্মিক রূপ নাজিমিয়া দরবারের আরেকটি বিশেষ দিক হলো সমাজসেবা। কোরবানির ঈদে পীর সাহেব, নিজে তদারকি করে এলাকার গরিবদের মাঝে গোশত বিতরণ করেন। দরবারের তহবিল ও মুরিদদের দানের অর্থ দিয়ে প্রতিবছর বহু অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ানো হয়। এই দানশীলতা কোনো দম্ভ নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের এক অন্তর্নিহিত প্রয়াস।

দরবারের মেহমানদারি ব্যবস্থা বিখ্যাত। দূর-দূরান্ত থেকে আগত আশেকানদের জন্য এখানে খাবার, থাকা, বিশ্রামের চমৎকার ব্যবস্থা আছে। হাফেজ নাজিম উদ্দিন শাহ নিজ হাতে খানার তদারকি করেন, ভক্তদের খোঁজখবর নেন, যেন এক পরম মমতাময় পিতা।ওরসের মহাসমারোহ নুরের মেলা প্রতি বছর দরবারে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ওরস মোবারক।এটি শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং এক আধ্যাত্মিক মিলনমেলা। বিভিন্ন জেলা, উপজেলা এলাকার ভক্তরাও অংশ নেন। কেউ নিয়ে আসেন দান, কেউ নিয়ে আসেন হাদিয়া, কেউবা শুধু দোয়ার আশা।সেদিন দরবারে বাতাসে ভেসে বেড়ায় আতরের গন্ধ, দোয়ার সুর, আর এক অপার্থিব শান্তি। পীর সাহেবের বক্তব্যে যেন মনের অন্ধকার কেটে যায়। তিনি মানুষকে আল্লাহভীতি, প্রেম ও সহানুভূতির পথে আহ্বান জানান।যে নিজের নফসকে ত্যাগ করতে পারে, সেই প্রকৃত মুরিদ। ত্যাগই মারফতের প্রথম পাঠ।হাফেজ নাজিম উদ্দিন শাহ বলেন,নাজিমিয়া দরবার নূরের এক প্রানকেন্দ্র,নাজিমিয়া দরবার শরিফ আজ শুধু একটি ধর্মীয় স্থান নয়; এটি হয়ে উঠেছে নোয়াখালীর এক আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্দ্র। এখানে জিকিরের সুরে মিশে আছে মানুষের আশা, দুঃখ, ভালোবাসা, ও ত্যাগ।যে কেউ এখানে এসে উপলব্ধি করে আত্মা শান্তির জন্য শুধু ধনসম্পদ নয়, প্রয়োজন এক নূরানী সংযোগ। সেই সংযোগের নামই মারফত, যার শিক্ষা দেয় এই দরবারের প্রতিটি ইট, প্রতিটি দোয়া, প্রতিটি হাসি। দরবারের প্রতিটি ভাতের কণা, প্রতিটি দানের টাকাই যদি গরিবের মুখে হাসি ফোটায় তাহলেই স্বার্থকতা। আটশো বছরের ঐতিহ্য, নূরের ধারা, মানবতার দীক্ষা সব মিলিয়ে নাজিমিয়া দরবার শরিফ আজ নোয়াখালীর ধর্মপ্রাণ মানুষের আত্মিক অবলম্বন। এখানে কেউ আসে হারানো শান্তি খুঁজতে, কেউ আসে আল্লাহর প্রেমে ডুব দিতে।এই দরবার যেন এক নূরানী বাগান যেখানে প্রতিটি ফুল হলো,একেকটি হৃদয়, আর প্রতিটি সুবাস আল্লাহর রহমতের বার্তা। সময় যতই বদলাক, এই আস্তানা থেকে ছড়িয়ে পড়া আলো অম্লান থাকবে চিরকাল মানবতার, আধ্যাত্মিকতার, আর মারফতের নূরে ভরা।

বসুরহাটে ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির নির্বাচন

আমিন (দেয়ালঘড়ি প্রতীক) পেয়েছেন ৩৬৩ ভোট। নুর হোসেন রতন (রিকশা প্রতীক) পেয়েছেন ৬৫ ভোট।
পরিচালক পদে ফলাফল,
১. আবুল খায়ের (টেলিফোন প্রতীক) – ৬৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত। প্রতিদ্বন্দ্বী বেলাল হোসেন (আম প্রতীক) পেয়েছেন ৩৯ ভোট।
২. জামাল উদ্দিন – বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।
৩. দেলোয়ার হোসেন – ৩৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত; প্রতিদ্বন্দ্বী ইসমাইল বাহার (কলম প্রতীক) পেয়েছেন ২৫ ভোট।
৪. গোলাম সারোয়ার (বাঘ প্রতীক) – ৪৩ ভোটে বিজয়ী; প্রতিদ্বন্দ্বী জাহাঙ্গীর হোসেন (প্রজাপতি) পেয়েছেন ৪ ভোট, সাইফুল ইসলাম (ফুটবল) পেয়েছেন ২৮ ভোট।
৫. ফখরুল ইসলাম – বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।
৬. মোস্তফা সোহাগ (বই প্রতীক) – ৬৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত; প্রতিদ্বন্দ্বী খুরশিদ আলম (টেবিল প্রতীক) পেয়েছেন ১৮ ভোট।
৭. আব্দুল্লাহ আল মামুন (মোবাইল ফোন প্রতীক) ১১৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত; প্রতিদ্বন্দ্বী মো. জামশেদ (ফ্যান প্রতীক) পেয়েছেন ৭৬ ভোট।
৮. নুর উদ্দিন (মাছ প্রতীক) – ৪৫ ভোটে বিজয়ী, প্রতিদ্বন্দ্বী মো. নিজাম উদ্দিন (কাপ-পিরিচ প্রতীক) পেয়েছেন ১০ ভোট।
৯. মহিবুল হক নাহিদ – বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।

মোট ১২ জন সদস্যের নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।গণতান্ত্রিক পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে, নির্বাচন পরিচারনা সদস্য আবু তোয়াহা জানান, "পুরো ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ব্যবসায়ীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।"বাজারের ব্যবসায়ীরা আশা প্রকাশ করেছেন, নতুন নেতৃত্ব বসুরহাট বাজারের উন্নয়ন,অবকাঠামো সংস্কার সদস্যদের স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা বসুরহাট ব্যবসায়ী সমিতির এই নির্বাচনকে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে দেখছেন। তাদের প্রত্যাশা, নতুন কমিটি সৎ, যোগ্য ও কর্মক্ষম নেতৃত্বের মাধ্যমে বাজারের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাবে। বসুরহাট ব্যবসায়ী সমিতি লিমিটেডের এ নির্বাচন বসুরহাট বাজারের ব্যবসায়িক ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নবনির্বাচিত নেতৃত্বের হাত ধরে বাজারের সুশাসন, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন এগিয়ে যাবে এমনটাই প্রত্যাশা সকল ব্যবসায়ীর।

কোম্পানীগঞ্জে বর্ণাঢ্য আয়োজনে যুবদলের

র‍্যালি নিয়ে মাঠে জড়ো হন। ট্রাকের উপর তৈরি করা হয় সজ্জিত মঞ্চ। কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা।সভায় সভাপতিত্ব করেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক, ফজলুল কবির ফয়সল এবং সঞ্চালনায় ছিলেন, সদস্য সচিব জাহিদুর রহমান রাজন। অতিথিদের বক্তব্যে ছিল আবেগ ও উদ্দীপনা, দেশ গড়ার মন্ত্র ,আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন,বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক, বজলুল করিম চৌধুরী আবেদ। তিনি বলেন,বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিকে নিয়ে অপপ্রচার চলছে। অথচ বিএনপি ও যুবদলই জনগণের অধিকার রক্ষায় লড়াই করছে। প্রয়াত নেতা বিএনপির স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের মতো সাহসী নেতারা আমাদের প্রেরণা। দেশে দ্রুত নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করতে হবে,না হলে তার দায় সরকারেরই।তিনি প্রয়াত নেতা মওদুদ আহমদকে স্মরণ করে বলেন, তিনি ছিলেন এই অঞ্চলের মানুষের আশার প্রতীক। তাঁর ত্যাগ ও আদর্শ আমাদের রাজনীতির দিশারী। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দিকনির্দেশনা মোতাবেক আগামী নির্বাচনে বিএনপি যেন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে পারে সেই লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

কোম্পানীগঞ্জে যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি ও সভায় নেতারা আরও বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দিকনির্দেশনা মোতাবেক আগামী নির্বাচনে বিএনপি যেন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে পারে সেই লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। "তারা আরও বলেন, "আমাদের নেতা দেশনায়ক তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা সামনে রেখে আমাদের সংগঠিত ভাবে এগিয়ে যেতে হবে। কোম্পানীগঞ্জে বিএনপির যে বিপুল জনসমর্থন রয়েছে এবং আওয়ামী লীগ আমলে গত ১৭ বছর যেভাবে দলের নেতাকর্মীরা হামলা-মামলা, নির্যাতন ও খুনের শিকার হয়েছে, তা দলের প্রতি জনগণের সমর্থন আরও বাড়িয়েছে।"এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতৃবৃন্দ।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, নোয়াখালী জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক নুরুল আমিন খান, উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক নুরুল আলম সিকদার, সদস্য সচিব মাহমুদুর রহমান রিপন, বসুরহাট পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক আবদুল মতিন লিটন, সদস্য সচিব আবদুল্লাহ আল মামুন, বসুরহাট পৌরসভা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি মমিনুল হক, সাবেক সহ-সভাপতি শওকত হোসেন ছগীর ও বিএনপি নেতা ইমাম হোসেন।এছাড়া যুবদলের নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বসুরহাট পৌরসভা যুবদলের আহবায়ক ওবায়দুল হক রাফেল, সদস্য সচিব কাউন্সিলর মাজহারুল হক তৌহিদ, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক শামসুদ্দিন হায়দারসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। হাজারো তরুণের ঢল, উৎসবমুখর পরিবেশ,বক্তারা বলেন, "বিএনপি জনগণের দল অতীতেও ছিল, এখনো আছে,
ভবিষ্যতেও থাকবে। যুবদলই বিএনপির প্রাণ,তরুণদের শক্তি।" বিকেল গড়িয়ে পড়ন্ত সন্ধ্যায় র‍্যালি বসুরহাট বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা কার্যালয়ের সামনে এসে রেলি শেষ হয়।পুরো বসুরহাট পৌরসভা ছিল উৎসবের আমেজ, যানজট ও উচ্ছ্বাসে মুখর পরিবেশ।জাতীয়তাবাদী যুবদল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালের ২৭ অক্টোবর, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাতে।দলের মূলনীতি হলো "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ইসলামী মূল্যবোধ, গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক মুক্তি"।বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের মূল প্রতিপাদ্য হলো জাতীয়তাবাদ, অগ্রগতিশীলতা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ। তাদের স্লোগান হলো শিক্ষা, ঐক্য, প্রগতি। এই সংগঠনটি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর যুব শাখা হিসেবে কাজ করে।

ভাবাদর্শ: জাতীয়তাবাদ, অগ্রগতিশীলতা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে যুবদল কাজ করে।

স্লোগান: সংগঠনটির মূল স্লোগান হলো শিক্ষা, ঐক্য, প্রগতিচ। দল বিশ্বাস করে–তরুণরাই জাতির ভবিষ্যৎ, তাই যুবসমাজের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখাই যুবদলের লক্ষ্য।।বক্তারা জানান, ভবিষ্যতে যুবদল কর্মসংস্থান, শিক্ষা, সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রম ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। যুবকদের নিয়ে গড়া এই সংগঠনই একদিন দেশের নেতৃত্বে আসবে,এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা।পরিশেষে উপজেলা কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। বসুরহাটের আকাশে তখনো ভেসে বেড়াচ্ছে তরুনদের,স্লোগান প্রাণচঞ্চল কোম্পানীগঞ্জ যেন নতুন উদ্যমে ঘোষণা দিল,যুবদল বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে জনগণের হৃদয়ে।

ইমাম, শিক্ষক সমাজের আলোর দিশারী

"মানবতার ঐক্য ও পরিবর্তনের সূর্য শিগগিরই উঠবে।" সকালে ইমাম-খতিবদের সঙ্গে মতবিনিময় শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল ১০টায় কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট মেট্রো টাওয়ার মিলনায়তনে পাঁচ শতাধিক ইমাম, খতিব ও শিক্ষককে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় মতবিনিময় সভা।সভায় সভাপতিত্ব করেন বসুরহাট ফাজিল মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন, আব্দুল কাদের হেলালী সাহেব মোনাজাত পরিচালনা করেন, বসুরহাট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব, মুফতি কামরুল হাসান বিন কাসেম।অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উপজেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আফতাব আহমেদ বাচ্চু, সঞ্চালনা করেন যুবদল নেতা আজিজুল হক রাজু।ফখরুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে বলেন,ইমামরা সমাজের প্রকৃত নেতৃত্বদাতা। রাজনীতিবিদেরা সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ থাকতে পারেন, কিন্তু ইমামদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সমাজে আলোর দিশা দেখায়। আপনারা হতাশ হবেন না, পরিবর্তনের সূর্য উঠবেই।"ইবতেদায়ী শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এলে আপনাদের দাবি পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ। যারা জাতিকে গড়ে তুলছেন, তাদের পরিশ্রম বৃথা যাবে না।"

সভা শেষে প্রায় ৫০০ ইমাম, খতিব ও শিক্ষককে উপহারসামগ্রী প্রদান করেন ফখরুল ইসলাম।

বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ অঙ্গ সংগঠনের শতাধিক নেতা-কর্মীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।বিকেলে চরহাজারীতে মহিলা সমাবেশ

একই দিনে বিকেল ৩টায় চরহাজারী ইউনিয়নের ১, ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হয় এক ব্যতিক্রমধর্মী মহিলা সমাবেশ।শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর মন্দির প্রাঙ্গনে সমাবেশ হয়,উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও মহিলা দলের সভাপতি জুবেদা খানম ডলি।ফখরুল ইসলাম তাঁর বক্তৃতায় বলেন,

আমি ভোট চাইতে আসিনি, এসেছি আপনাদের খোঁজ নিতে। আমরা হিন্দু-মুসলিম সবাই ভাই ভাই। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার উন্নয়ন চাই। নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানই আগামী দিনের রাজনীতির মূল লক্ষ্য।"

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী, যিনি আবেগভরা কণ্ঠে বলেন, আমার দরজা আপনাদের জন্য সবসময় খোলা। সুখে-দুঃখে আমি আপনাদের পাশে থাকব।"বক্তব্য দেন স্থানীয় বিএনপি নেতা হারুনুর রশিদ ভুইয়া , তিনি বলেন, আমাদের নেতা সুখে, দুঃখে আপনাদের পাশে থাকবে, তিনি কোম্পানিগঞ্জের যোগ্য নেতা, আগামী নির্বাচনে আলহাজ্ব ফখরুল সাহেবকে ভোট দেয়ার আহ্বান জানান। সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক আফতাব আহমেদ বাচ্চু, পৌরসভা বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক আবু তোয়াহা, উপজেলা বিএনপি নেতা একরামুল হক মিলন মেম্বার উপজেলা যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক মেহেদী হাসান টিপু, চাপরাশির হাট ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আবুল বশার এবং জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ভিপি শাহানাজ আফরোজ প্রমুখ।নারীদের উচ্ছ্বাসে করতালি ও সংহতির আবহে সমাবেশ প্রাঙ্গণ উৎসবে পরিণত হয়। বক্তারা প্রতিশ্রুতি দেন, ফখরুল সাহেব নির্বাচিত হলে চরহাজারীর ভাঙা সড়ক সংস্কার ও নতুন সড়ক নির্মান ও নারীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।শেষে সমবেত কণ্ঠে নারীরা উচ্চারণ করেন–তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করুন, নারীর উন্নয়নে এগিয়ে আসুন!"একই দিনে দুটি ভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছলেন ফখরুল ইসলাম–সকালে আলেম সমাজের মাঝে নৈতিকতার বার্তা, বিকেলে নারীদের মাঝে উন্নয়ন ও সম্প্রীতির আহ্বান।দিন শেষে কোম্পানীগঞ্জের আকাশে ভেসে উঠল একটাই ফখরুল সাহেবের নেতৃত্বে বার্তা,"আলোকিত সমাজ, ঐক্য ও পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে কোম্পানিগঞ্জবাসী।

নোয়াখালী বিভাগ বাস্তবায়নে জেগে উঠল

নির্বাহী কর্মকর্তা তানভীর ফরহাদ শামীমের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন-২০২৪ এর চেয়ারম্যান বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন নোয়াখালী বিভাগ বাস্তবায়ন কমিটির কোম্পানীগঞ্জ শাখার নেতৃবৃন্দ।এর আগে বসুরহাট বাজারে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে যোগ দেন-কেউ ব্যানার হাতে, কেউ মাথায় কাপড় বেঁধে, কেউবা শুধু বুকের ভেতরের চেপে রাখা দীর্ঘদিনের দাবি নিয়ে। মিছিলটি বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জিরো পয়েন্টে এসে শেষ হয়, যেখানে প্রতিধ্বনিত হয় একটাই শ্লোগান-

"রুহুল আমিনের জেলা, নোয়াখালী বিভাগ চাই এখনই!" কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন দৈনিক ইনকিলাবের নোয়াখালী জেলা সংবাদদাতা এহসানুল আলম খসরু, পরিচালনা করেন যুগান্তর স্বজন সমাবেশের সভাপতি করিমুল হক সাথী।

উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা-

উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও মেট্রো হোমসের চেয়ারম্যান আলহাজ ফখরুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের আমীর অধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মাহমুদুর রহমান রিপন, জামায়াতে ইসলামীর পৌর আমীর মাওলানা মোশাররফ হোসেন, কোম্পানীগঞ্জ শিক্ষক সমিতির সভাপতি শেখ সাদী ভূঁইয়া, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির উপজেলা সভাপতি আমির হোসেন বিএসসি, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ফজলুর রহমান ফয়সাল ও সদস্য সচিব জাহিদুর রহমান রাজনসহ অসংখ্য শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী ও তরুণ সমাজের প্রতিনিধিরা।এ সময় উপস্থিত ছিলেন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো-

উই ফর ইউ, জীবন আলো, অফুরন্ত ব্লাড ব্যাংক, একাডেমী বাজার সমাজকল্যাণ পরিষদ, কোম্পানীগঞ্জ কনটেন্ট ক্রিয়েটর, একতা বাজার যুব উন্নয়ন সংস্থা, আল-আনফাল ফাউন্ডেশন, শাহাদাতপুর ফ্রেন্ড ক্লাব, কোম্পানীগঞ্জ ফ্রেন্ডস সোসাইটিসহ প্রায় ৩০টি স্থানীয় সংগঠন।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন,

"নোয়াখালী বিভাগ বাস্তবায়ন কেবল একটি প্রশাসনিক বিষয় নয়, এটি আমাদের অস্তিত্বের, আমাদের মর্যাদার প্রশ্ন। বিভাগ হলে সরকারি সেবা হবে সহজলভ্য, মানুষের জীবনমান উন্নত হবে। নোয়াখালীবাসী আর উপেক্ষিত থাকবে না।" তারা আরও বলেন, "বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিনের জন্মভূমি নোয়াখালীকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সময় এসেছে রাজধানীর নির্দেশের অপেক্ষা না করে উপকূলের এই জনপদকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু বানানোর।" অবশেষে প্রতিনিধি দল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তানভীর ফরহাদ শামীমের অনুপস্থিতিতে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাঈন উদ্দিনের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন।

জিরো পয়েন্টে তখনও মানুষের চোখে ঝলমল করছিল একটাই স্বপ্ন- একদিন হয়তো সত্যিই শোনা যাবে সেই ঘোষণার শব্দ "নোয়াখালী এখন বিভাগ।"